দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র

সংশোধিত খসড়ার বাংলা সংস্করণ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

জানুয়ারী, ২০২০

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র

(সংশোধিত খসড়ার বাংলা সংস্করণ)

সংশোধিত খসড়া ২০২০

ড. তাসনিম সিদ্দিকী
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রামরু

ড. মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রামরু

ড. মেথিও স্কট
সিনিয়র রিসার্চার, রাউল ওয়ালেনবার্গ ইনস্টিটিউট

মোঃ তামিম বিল্লাহ
সহযোগী গবেষক, রামরু

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

RMMRU

সূচিপত্র

আদ্যাক্ষর **(ACRONYMS)**	i
ভূমিকা	১
বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ (**Prevention of Displacement)**	১১
বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা **(Protection During Displacement)**	১৭
টেকসই সমাধান (**Durable Solutions)**	২০
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও অর্থায়ন (**Institutional Arrangements and Funding)**	২৪
পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়ন **(Monitoring and Evaluation)**	২৬
ANNEX 1	২৭
ANNEX 2	৩০

আদ্যাক্ষর (Acronyms)

AR	Assessment Report
BCAS	Bangladesh Centre for Advanced Studies
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy Action Plan
BCCTF	Bangladesh Climate Change Trust Fund
BWDB	Bangladesh Water Development Board
C3ER	Centre for Climate Change and Environmental Research
CCA	Climate Change Adaptation
CDMP	Comprehensive Disaster Management Programme
CEGIS	Centre for Environmental And Geographic Information Services
CRA	Community Risk Assessment
CSO	Civil Society Organization
DCIID	Disaster and Climate Induced Internal Displacement
DCIIDPs	Disaster and Climate Induced Internally Displaced Persons
DDCC	District Development Coordination Committee
DDM	Department of Disaster Management Plan
DEMO	District Employment and Manpower Office
DHS	Demographic and Health Services
DMA	Disaster Management Act
DMF	Displacement Management Framework
DoYD	Department of Youth Development
DRR	Disaster Risk Reduction
DS	Displacement Solutions
FGD	Focus Group Discussion
GED	General Economic Division
GIS	Geographic Information Systems
GoB	Government of Bangladesh
HIES	Household Income and Expenditure Surveys
HLP	Housing, Land and Property
IASC	Inter-Agency Standing Committee

IBP	Issue Based Project
ICCCAD	International Centre for Climate Change and Development
IDP	Internally Displaced Person
IDMC	Internal Displacement Monitoring Centre
ILO	International Labour Organization
IOM	International Organization for Migration
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
LGED	Local Government Engineering Department
PMO	Prime Minister's Office
SLR	Sea Level Rise
MMC	Migration Management Cycle
MoA	Ministry of Agriculture
MoCAT	Ministry of Civil Aviation Tourism
MoCA	Ministry of Cultural Affairs
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
MoE	Ministry of Education
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest, and Climate Change
MoEWOE	Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
MoF	Ministry of Finance
MoFL	Ministry of Fisheries and Livestock
MoF	Ministry of Food
MoHFW	Ministry of Health And Family and Welfare
MoHA	Ministry of Home Affaires
MoHPW	Ministry of Housing And Public Works
MoLE	Ministry of Labour and Employment
MoL	Ministry of Land
MoLIPA	Ministry of Law, Justice, and Parliamentary Affairs
MoLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Co-Operatives
MoP	Ministry of Planning
MoPME	Ministry of Primary And Mass Education

MoPEMR	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
MoPA	Ministry of Public Administration
MoSW	Ministry of Social Work
MoWR	Ministry of Water Resources
MoWCA	Ministry of Women And Children Affaires
NAPA	National Adaptation Programmes of Actions
NDMAC	National Disaster Management Advisory Committee
NGO	Non-governmental Organizations
NID	National Identity Card
NPDM	National Plan for Disaster Management
NRP	National Resilience Progrmme
NSMDCIID	National Strategy for the Management of Disaster and Climate Induced Internal Displacement
NTFoD	National Task Force On Displacement
PDD	Platform On Disaster Displacement
PKSF	Palli Karma Sahayak Foundation
PROKAS	Promoting Knowledge For Accountable System
RBA	Rights Based Approach
RMG	Ready Made Garments
RMMRU	Refugee And Migratory Movements Research Unit
RRAP	Risk Reduction Action Plan
SADD	Sex, Age And Disability
SCMR	Sussex Centre for Migration Research
SDF	Social Development Framework
SDGs	Sustainable Development Goals
SLR	Sea Level Rise
SME	Small and Medium Enterprises
SOD	Standing Orders On Disaster
TAC	Technical Advisory Committee
TCLM	Temporary Circular Labour Migration
UDMC	Union Disaster Management Committee

UDMP	Union Disaster Management Plan
UMIC	Upper Middle Income
UNCRPD	United Nations Convention On The Rights Of Persons With Disabilities
UNDP	United Nations Development Programme
UNDRR	United Nations Office For Disaster Risk Reduction
UNHCR	United Nations High Commissioner For Refugees
UzDCC	Upzilla Development Coordination Committee
UzDMP	Upzilla Disaster Management Plan

১. ভূমিকা

১.১. পটভূমি

সাধারনভাবে 'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন' বিশেষ করে 'দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি' ধারনাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) এর সর্বশেষ ও পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি পুরো অধ্যায় জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিবাসন/বাস্তুচ্যুতির মধ্যকার জটিল সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির সংকট ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই সংকট মোকাবেলায় পাপুয়া নিউগিনি, টুভালু, কিরিবাতি, ভানুয়াতু এবং মালদ্বীপের মত দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশকে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, গ্রীস্মকালীন ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে থাকে। দূর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামাজিক অবস্থার কারণে এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো প্রায়শই অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার উপরে বিরুপ প্রভাব ফেলছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার বা পুরো সম্প্রদায় তাদের বসত বাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ধারনা করা হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বর্তমানে যে পরিমাণ বাস্তুচ্যুতি ঘটছে তার প্রকোপ ও মাত্রা আসন্ন বছরগুলোতে আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। এসব কারনে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে অভিবাসন/বাস্তুচ্যুতিই সম্ভবত হতে যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের একক বৃহত্তম প্রভাব ।

সাম্প্রতিক এক গবেষনায় দেখা গেছে যে বিশ্বে ২০৫০ সাল নাগাদ প্রতি ৪৫ জনে ১ জন[১] এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাস্তুচ্যুত হবে[২]। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি পর্যবেক্ষন কেন্দ্রের (Internal Displacement Monitoring Centre-IDMC) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০৮ থেকে ২০১৪ সালের ভেতরে ৪.৭ মিলিয়নের এর অধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে[৩]। একই সংস্থার ২০১৯ সালের অর্ধবার্ষিকী প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ২৩টি জেলা হতে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন মানুষকে স্থানান্তরিত হতে হয়েছে; এর অধিকাংশই ঘটেছে বিভিন্ন উপকূলীয় জেলাগুলোতে যেমন: ভোলা, খুলনা, এবং পটুয়াখালী[৪]। রামরু ও এসসিএমআর (SCMR) এর ২০১৩ সালের যৌথ গবেষনার পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১১ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১৬ থেকে ২৬ মিলিয়নের বেশি মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগজনিত কারণে নিজ বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে[৫]। এই বাস্তুচ্যুতির ধারার ভেতরে যেমন থাকবে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তেমনি থাকবে বিভিন্ন ধরনের শ্রম অভিবাসী এবং তারা মূলত দেশের ভেতরেই অভিবাসিত হবে।

ডিসপ্লেসমেন্ট সল্যুশান[৬] এর এক গবেষনা অনুযায়ী উপকূলীয় এলাকাগুলোতে বাস্তুচ্যুতির মূল কারন হিসেবে জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি যা উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা ঘটায় এবং মাধ্যমিক কারণ হিসেবে গ্রীস্মকালীণ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকে চিহ্নিত করা

---

[1] Brown, O. (2008). *Migration and Climate Change. IOM Migration Research Series. No.31.* IOM:Geneva

[2] CDMP II. (2014). *Trends and Impact Analysis of Internal Displacement due to the Impacts of Disasters and Climate Change.* CDMP: Dhaka

[3] IDMC (2015). *Global Estimates 2015: People Displaced by Disasters*, IDMC: Geneva

[4] IDMC (2019). Mid year Figures: Internal Displacement from January to June 2019, IDMC: Geneva

[5] Kniveton, D. Rowhani, P. Martin, M. (2013). Future Migration in the Context of Climate Change, Climate Change Releated Migration in Bangladesh. Briefing Paper No 3, Brighton: Sussex Centre for Migration Research and Refugee and Migratory Movments Research Unit: Dhaka

[6] Displacement Solutions. (2012). *Climate Displacment in Bangladesh| The Need for Urgent Housing, Land, and Property (HLP) Rights Solutions*, DS: Geneva

হয়েছে। এই গবেষনাটিতে আরও বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে ২০৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৩ শতাংশ ভূমি পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতার সহজেই অনুমেয় ফলাফল হল কৃষিজমির লবনাক্ততা। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বিরুপ। উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তুচ্যুতির অন্যতম কারণও এটি। অন্যদিকে মূল ভূখন্ড অঞ্চলগুলোতে বাস্তুচ্যুতির কারন নদী ভাঙন এবং বন্যা। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের জেলাগুলোর নিয়মিত খরার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসব এলাকায় বাস্তুচ্যুতির বড় কারণ খরা[৭]। এছাড়া ভারতের উত্তর-পূর্ব প্লেটের কাছাকাছি ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে[৮]। সাবডাকশন জোন ও মেগা থ্রাষ্ট ফল্ট এর কারণে ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা পূর্বের তুলনায় আরও অনেক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিকম্পের কারণে শহর এবং উপশহরগুলোতে বাস্তুচ্যুতি ঘটাবে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এই মতামত গড়ে উঠেছে যে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে যে বাস্তুচ্যুতি ঘটছে তা মোকাবেলা করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ভানুয়াতু ইতিমধ্যে দুর্যোগ এবং জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেছে। ফিজি জলবায়ু ও দুর্যোগের কারনে বাস্তুচ্যুতদের পূণর্বাসনের জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে। কানকুন এডাপটেশন ফ্রেমওয়ার্ক (২০১০) এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০) এবং অন্যান্য আর্ন্তজাতিক দলিল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে মোকাবেলা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় দৃঢ় অঙ্গীকার এবং আর্ন্তজাতিক পরিসরে সৃষ্ট জ্ঞানের প্রতি সম্মান রেখে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ঘটা বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য এই জাতীয় কৌশলপত্র প্রনয়ণ করেছে। এটি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দেশের অভ্যন্তরে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বা হবে তাদের জন্যই সৃষ্ট। অর্থাৎ এই কৌশলপত্রটির পরিধি অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১.২. কৌশলপত্রের যৌক্তিকতা:

বাংলাদেশ সরকার অনুধাবন করে যে, অধিকার ও অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় প্রায়শই জটিলতার সম্মুখিন হয়ে থাকে। যে কোন বিপর্যয়ের পরে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠি মানবাধিকার সংক্রান্ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। উদাহরণস্বরুপ তাদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে। তারা অভিজ্ঞতা করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, বিভিন্ন অনুদান সাহায্যে ও সেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য, শিশুদের প্রতি অবজ্ঞা, নিগ্রহ ও শোষন, বিশেষ করে যেসব শিশু, বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম ও পরিবারের উপর নির্ভরশীল তাদের পরিবার হতে বিচ্ছেদ; জরুরি ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ক্ষয়-ক্ষতি এবং সেগুলো নতুন করে প্রাপ্তিতে অসুবিধা, বিশেষ করে অপর্যাপ্ত জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা, আইনের প্রয়োগহীনতা; সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিচার ব্যবস্থার অভাব এবং অংশগ্রহনের সুযোগহীনতা; মতামত প্রদান ও অভিযোগ দায়ের করার সুযোগহীনতা; কর্মসংস্থান ও জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য; জোরপূর্বক স্থানান্তর; দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির অনিরাপদ ও অনৈচ্ছিক প্রত্যাবর্তন বা পূর্ণবাসন; সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগহীনতা; ইত্যাদি সহ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠি প্রতিনিয়ত নানারকম সমস্যার শিকার হয়ে থাকে[৯]।

---

[7] Habiba U., Hassan A.W.R., Shaw R. (2013) Livelihood Adaptation in the Drought Prone Areas of Bangladesh. In Shaw R., Mallick F., Islam A. (eds) *Climate Change Adaptation Actions in Bangladesh. Disaster Risk Reduction (Methods, Approaches and Practices)*. Springer, Tokyo

[8] প্লেট বাউন্ডারির দুটি প্রধান কাঠামো রয়েছে সেগুলো হল-ডাউকি ফল্ট এবং ইন্দো-বার্মা প্লেট বাউন্ডারি ফল্ট।

[9] Inter-Agency Standing Committee (2011) *IACS Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters*. Brookings Bern Project on Internal Displacement: Washington.

বাংলাদেশ সরকার ২১০০ সালের মধ্যে নিরাপদ, জলবায়ু সহিষ্ণু এবং সমৃদ্ধ বদ্বীপ অর্জনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রনয়ণ করেছে। এই পরিকল্পনাটি স্বীকার করে যে, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি নগরায়নের উপরে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। সুশৃংখল অভিবাসন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে নগরগুলো হতে এই চাপ কমিয়ে আনার বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, সরকার অবগত যে, জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনায় (NAPA, 2005) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যারা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের সম্পর্কে কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি ছিল না। সরকারের প্রধান জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল কাঠামো 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯' (BCCSAP, 2009) এ অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের উপর কোন কর্মপরিকল্পনা না রেখে শুধুমাত্র এই ধরনের প্রবাহের পর্যবেক্ষনের (মনিটরিং) উপর জোড় দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে (২০১২) জরুরি ভিত্তিতে আশ্রয় প্রদান এবং পূণর্বাসনের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত স্থানান্তর বিষয়ক ধারা উল্লেখ রয়েছে। তবে এসকল কাজগুলো কিভাবে সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয় নি, এই আইন বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক আর্ন্তজাতিক নীতিমালাগুলোকে গ্রহণ করে তৈরি হয়নি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা/জাতীয় টাস্কফোর্স/জাতীয় কমিটি ইত্যাদি গঠনের সুপারিশ করা হয়নি। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD, 2013) বাস্তুচ্যুতদের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। তবে এটি মূলত প্রাথমিক ও জরুরি আশ্রয় প্রদানের প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করেছে। এ পর্যায়ে কাজগুলোকে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু 'বাস্তুচ্যুতি কমানো' এবং 'দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের' দুটো স্তরকে এসওডি (SOD) এর বাইরে রেখেছে। কিন্তু বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধে আর্ন্তজাতিক দলিলসমূহ তিনটি পর্যায়কেই গুরুত্বের সাথে দেখেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী বাস্তুচ্যুতি সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো আর্ন্তজাতিকভাবে গৃহীত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন আইন বা মানদন্ডের আলোকে গৃহীত হয়নি। তাই বাংলাদেশ সরকার অনুবাধন করেছে যে কৌশলগত নীতি কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট আইনি আদেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে সন্নিবেশিত করে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি মোকাবেলা করতে হবে।

সরকার অবগত যে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিয়ষক আর্ন্তজাতিক দলিলগুলো Soft-law হিসেবে এখন অনেক বেশি অধিকারভিত্তিক। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন হতে উৎসাহিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার এই কৌশলপত্রটি প্রনয়ণ করে। এটি ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী একজন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি দেশের অন্য যেকোন নাগরিকের মতই আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনের অধীনে একই অধিকার, স্বাধীনতা ও সমতা ভোগ করবে বিশেষ করে আবাস, জমি ও সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে। এই নীতিমালায় আরও উল্লেখ করা আছে যে, দুর্যোগকবলিত ব্যক্তিদের প্রতিরক্ষা পাবার অধিকার সংরক্ষনের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রের।

সরকার মনে করে যদি বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে অধিকারের প্রেক্ষিতে সমাধান করতে হয় তবে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় ত্রান কার্যক্রমের সাথে প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান বিষয়ক কর্মকান্ডকেও গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন (DRR/CCA) যে পদ্ধতি গ্রহনের কথা বলেছে তা সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক (২০১৫-২০৩০) এবং নানসেন ইনিশিয়েটিভ্স প্রটেকশান এজেন্ডায় উল্লেখিত আছে। রাষ্ট্র সমূহ কর্তৃক সৃষ্ট প্ল্যাটফরম অন ডিজাষ্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (PDD) সেই পদ্ধতিরই বাস্তবায়ন করছে, বাংলাদেশ যার অংশ। এই কৌশলপত্র এসব আর্ন্তজাতিক কাঠামো প্রক্রিয়ার প্রতি বাংলাদেশের দায়িত্ববোধেরই অংশ।

২০১৫ সালে ১০৯টি দেশ যে সুরক্ষা এজেন্ডা (Protection Agenda) স্বাক্ষর করেছে তাতে বলা হয়েছে দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যথার্থ অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহন করলে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতি কমিয়ে আনা সম্ভব। যেখানে বাস্তুচ্যুতি ঠেকানো সম্ভব নয় সেখানে অধিকার ভিত্তিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যার মাধ্যমে ভুক্তভোগী জনগনকে নিরাপত্তার

জন্য অন্যত্র স্থানান্তরে সহায়তা করা, যতক্ষন পর্যন্ত না তাদের জন্য একটি স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা যাচ্ছে যেমন: স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন, স্থানীয়ভাবে একত্রীকরণ এবং পরিকল্পিত পূর্ণবাসন। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল প্ল্যাটফরম অন ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকশন এর কো-চেয়ার এর সংক্ষিপ্তাসারে এই বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে দুর্যোগের আগেই দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি কমাতে সরকার এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়কে আরও বেশি কাজ করতে হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত কৌশল ও নীতিমালাগুলোতে দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতির কারণ ও পরিনতিগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা হতে পরিত্রানে স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। জলবায়ু এবং আবহাওয়া পরিবর্তনকে অভিবাসনের উপাদান হিসেবে ধরতে হবে। একই বিষয়গুলো ২০১৮ সালের অভিবাসন বিষয়ক *গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন সেইফ, অর্ডারলি এন্ড রেগুলার মাইগ্রেশন* শীর্ষক সম্মেলনেও আলোচিত হয়েছে। বাস্তুচ্যুতিকে DRR এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়ে যে আর্ন্তজাতিক মতৈক্য দ্রুত গড়ে উঠছে, এই কৌশলপত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

উপরের উপস্থাপিত প্রেক্ষপটে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকার সমুন্নত রেখে পরিচালনার জন্য সরকার এই কৌশলপ্রত্রটি তৈরি করে। এই কৌশলপ্রত্রটিকে বিবেচনা করতে হবে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এবং রাষ্ট্র সমুহ কৃর্তক গৃহীত প্ল্যাটফরম অন ডিজাষ্টার ডিসপ্লেসমেন্ট (PDD) ইত্যাদি ফোরামে বাংলাদেশ সরকার কৃর্তক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে। বাংলাদেশ ২০১৮-২০১৯ সালে এই প্ল্যাটফরমের কো-চেয়ায়ের দায়িত্বে ছিল। এই কৌশলপত্র দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি এবং মানব চলাচলের চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গৃহীত DRR এর পদক্ষেপগুলোর সাথে বাস্তুচ্যুতিকে সংযুক্ত করতে সহায়তা করবে। আঞ্চলিক জলবায়ু সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সাথে সংহতি প্রতিষ্ঠা করবে। PDD এর একটি লক্ষ হল দুর্যোগজনিত কারনে বাস্তুচ্যুতদের সুশৃংখল ডেটা বেজ তৈরি এই কৌশলপ্রত্র সেই সুযোগ করে দেবে। এটি মনে করা হচ্ছে যে, বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে গৃহীত এই ব্যাপক পরিসরের পদক্ষেপগুলো টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। কারন এই কৌশলটিপত্রটি সরকারের সামজিক উন্নয়ন কাঠামো (SDF) এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক অন্যান্য নীতিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই এই কর্মকৌশলটি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে এটি অন্যতম পদক্ষেপ।

১.৩. কৌশলপ্রত্রটির রুপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

কৌশলপ্রত্রটির দীর্ঘমেয়াদী রুপকল্প হল দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন জনগোষ্ঠিকে সহিষ্ণু (resilient) করে গড়ে তোলা। কৌশলপত্রটির লক্ষ হল ক্ষতিগ্রস্থদের বাস্তুচ্যুতির প্রতিটি ধাপে সম্মানের সাথে সুরক্ষা দিতে পারে এমন একটি সামগ্রীক অধিকার ভিত্তিক টেকসই কাঠামো নিশ্চিত করা যা বাস্তবায়ন যোগ্য।

i). জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি নির্দেশনা ও কর্মপরিকল্পনার জন্য একটি সাধারন ও সুসংঙ্গত ভিত তৈরি করা।

ii). প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির হার কমাতে প্রতিরোধমূলক ও অভিযোজনমূলক উভয় ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

iii). নিরাপদে, স্বেচ্ছায় এবং মর্যাদার সাথে পূর্বের আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন/স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ ও স্থানান্তর/ পুনর্বাসনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

iv). জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিকে কার্যকর ও দক্ষভাবে ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তুচ্যুতদের অধিকার অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করা; সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বাস্তুচ্যুতদের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সার্বিক মানবিক উন্নয়ন ঘটানো।

১.৪. কৌশলপত্রের পরিধিঃ

কৌশলপত্রটি শুধুমাত্র জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত কারনে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। এই কৌশলটপত্রটি (i) প্রাক-বাস্তুচ্যুতি (ii) বাস্তুচ্যুতিকালীন সময় এবং (iii) বাস্তুচ্যুতির পরবর্তী সময় এ তিনটি পর্যায়ের বিভিন্ন করণীয়গুলো নির্দিষ্ট করে। কৌশলপ্রত্রটির বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এটি সকল মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কার্যক্রমগুলোতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের অর্ন্তভুক্ত করার দিকনির্দেশনা দেয়। দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত বাস্তুচ্যুতির উপর বিভিন্ন গবেষনালবদ্ধ ফলাফল পর্যালোচনা করে এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা[১০] আয়োজনের মাধ্যমে এই কৌশলপ্রত্রটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বন্যা, উপকূলীয় ও নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ততা, ভূমিধ্বস ও ভূমিকম্পের মত ঘটনা হতে সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নির্ধারন করেছে।

১.৫. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের সংজ্ঞাঃ

বাস্তুচ্যুতি শব্দটি যারা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেছে এবং যারা বাধ্য হয়ে বসতভিটা ত্যাগ করে দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে এমন দুই জনগোষ্ঠিকেই বুঝায়। এই কৌশলপত্রটি মূলত যারা দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে তাদের জন্য তৈরি। অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতের একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা জলবায়ু উদ্বস্তুদের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতিসংঘ সুরক্ষা নীতিমালায় প্রদান করা হয়েছে। এটি অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে সংঙ্গায়িত করেছে এভাবে-

"সশস্ত্র সংঘাত, সহিংসতা পরিস্থিতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক অথবা মানব সৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব এড়াতে বাধ্য হয়ে যারা তাদের আবাস্থল ত্যাগ করে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিজ রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে এমন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীসমূহ" ।

এই সংজ্ঞাটির পরিধি বেশ ব্যাপক। এতে বাস্তুচ্যুতির নানারকম কারনগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পেনিনসুলা নীতিমালা অবশ্য এই সংজ্ঞাটি আরও সংক্ষিপ্ত করে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবতর্নজনিত বাস্তুচ্যুতি বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করেছে। পেনিনসুলা নীতিমালার সংজ্ঞানুসারে *জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি হল আকস্মিক ও ধীর গতি সম্পন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির স্থানান্তর।* এই সংজ্ঞাটিতে বাস্তুচ্যুতির দুটি মৌলিক উপাদান বাদ পড়ে গেছে। জলবায়ু ও দুর্যোগ সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির মাঝে জোরপূর্বক/অনৈচ্ছিক স্থানান্তর এবং এর একটি অস্থায়ী মাত্রাও রয়েছে।

এই কৌশলপ্রত্রটি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিম্নোক্তভারে সংজ্ঞায়িত করে- *আকস্মিক ও ধীর গতি সম্পন্ন দুর্যোগের কারনে ব্যক্তি, দল, পরিবার অথবা একটি পুরো সম্প্রদায় যখন তাদের আবাসস্থাল ছেড়ে ক্ষনস্থায়ী অথবা স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে কিন্তু কোন আর্ন্তজাতিক সীমানা অতিক্রম করেনি তেমন জনগোষ্ঠিকে*

[10] গবেষনা পদ্ধতির জন্য এ্যানেক্স ২ দেখুন

পেনিনসুলা নীতিমালার সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতি রেখে এই সংজ্ঞা, আকস্মিক (ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প) ও ধীর গতি সম্পন্ন (খরা, লবনাক্ততা, জলাবদ্ধতা) উভয় প্রকার দুর্যোগের কারনে বাস্তুচ্যুতদের এর অধীনে নিয়ে আসে। যদিও আকস্মিক ও ধীর গতি সম্পন্ন দুর্যোগের মধ্যে সীমারেখা টানার ক্ষেত্রে এখনো কোন সর্বসম্মত মতামত নেই, তবুও বাস্তুচ্যুতি রোধে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারন করতে দুটোকে আলাদা করা প্রয়োজন। দ্রুত গতি সম্পন্ন দুর্যোগের ক্ষেত্রে প্রাণ বাঁচাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বাসস্থান ত্যাগ এসব ক্ষেত্রে একধরনের সাড়াদান কৌশল প্রয়োজন। আবার অন্যদিকে ধীর গতি সম্পন্ন দুর্যোগে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অভিবাসন করতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রে অভিবাসন একটি পূর্ব পরিকল্পিত কৌশলগত সিদ্ধান্ত। ধীর গতি সম্পন্ন দুর্যোগের কারনে কৃত অভিবাসন এবং শ্রম অভিবাসনের মধ্যে অনেক সময়ই পার্থক্য করা যায় না। দুর্যোগ তীব্র হওয়ার আগেই মানুষ অভিবাসন করে ফেলে। সে যাই হোক দ্রুত গতি সম্পন্ন জলবায়ু জনিত বাস্তুচ্যুতি পুনরুদ্ধার কৌশলে জোড় দিতে হয়। অন্যদিকে ধীর গতি সম্পন্ন দুর্যোগ প্রস্তুতি ও অভিযোজন কৌশলের উপরে জোড় দেয়।

এই কৌশলপত্রে গৃহিত সংজ্ঞার একটি অন্যতম দিক হল এটি অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সংযুক্ত করতে পেরেছে। একই অংশে অস্থায়ী ও স্থায়ী সবধরনের বাস্তুচ্যুতিকে অর্ন্তভূক্ত করছে। অস্থায়ী ও স্থায়ী বাস্তুচ্যুতির সুরক্ষা কৌশলে অনেক ব্যবহারিক পার্থক্য রয়েছে[১১]। এই পার্থক্য মনে রেখে কৌশল নির্ধারন করতে বিশেষজ্ঞদের বেগ পেতে হয়। অস্থায়ী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিকে এভাবে সংঙ্গায়িত করা যেতে পারে- এরা হচ্ছে জলবায়ু জনিত দুর্যোগের কারনে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে আবার স্বএলাকায় ফিরে আসার একটি সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে স্থায়ী বাস্তুচ্যুতি তাকেই বলা হয় যেখানে দীর্ঘ সময় ধরে স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভবনা নাই[১২]।

সংজ্ঞায়নের এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে এই কৌশলপত্রটি CDMP II এ বাস্তুচ্যুত মানুষের যে শ্রেনীবিভাগ করেছে তা অনুসরণ করে। CDMP II অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এগুলো হল: i) অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠি; ii) অস্থায়ী ও স্থায়ী এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠি এবং iii) স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠি।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির দুটি মূল আর্ন্তজাতিক দলিল

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির উপর নির্দেশিকা নীতিমালা

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালস অব ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট একটি নৈতিক কাঠামো হিসেবে বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই নীতি কাঠামো অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি দেশের অন্য যে কোন নাগরিকের মত সমতার ভিত্তিতে একই অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে, যা সে দেশের প্রচলিত আর্ন্তজাতিক এবং অভ্যন্তরীণ আইনে প্রদান করা হয়েছে। স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত বলে বৈষম্যর শিকার হবে না। অর্থ্যাৎ এটি দুর্যোগ কবলিত দেশগুলোর নৈতিক মানদন্ড হিসেবে কাজ করবে। যার ভিত্তিতে সে দেশের জাতীয় আইন এবং নীতিমালা তৈরি করা যাবে। এটি পরিষ্কার করে দেয় কিভাবে বাস্তুচ্যুতিদের ক্ষেত্রে সে সব আইন প্রয়োগ করা হবে। এই নীতিকাঠামো এমন একটি পদ্ধতি গ্রহন করেছে যা আর্ন্তজাতিক মানবাধিকারের মূল্যবোধগুলোকে বাস্তুচ্যুতদের বেলায় নিশ্চিত করে।

ন্যানসেন মূলনীতি

ন্যানসেনের ল্যাগেসির উপর ভিত্তি করে যে "ন্যানসেন প্রিন্সিপালস" তৈরি হয় তাতে বলা হয়েছে নিজ দেশের জনগনকে সুরক্ষার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রকেই তার দেশে সবচাইতে দুর্বল জনগোষ্ঠির প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বাস্তুচ্যুত এবং তাদেরকে যারা জায়গা দিয়েছে (হোষ্ট কমিউনিটি) তারা এমনই কিছু দুর্বল জনগোষ্ঠি। রাষ্ট্রকেই সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ করতে এবং ভুক্তভোগীদের সহিষ্ণুতা বাড়াতে। তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদ নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকেই। কোন রকম বৈষম্য না করে, অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠির সম্মতির ভিত্তিতে, অংশগ্রহন ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বয়স, লিঙ্গ এবং বৈচিত্রতার প্রতি সংবেদনশীলতার সাথে রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে। যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বা হতে পারে তাদের বক্তব্য শুনতে হবে। একই সাথে যারা রয়ে গেছে তাদের প্রয়োজনও বিবেচনায় নিতে হবে।

[11] Zetter, R. (2011). *Protecting Environmentally Displaced People: Developing the Capacity of Legal and normative Framworks.* Refugee Studies Centre: Oxford.

[12] Westran, L. (2009). *Environmental justice and the rights of ecological refugees*. Earsthscan: London

অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠি[১৩] বলতে ঐসব পরিবারগুলোকে বুঝায় যারা দুর্যোগের শুরুতেই বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়তে পারে। এই পরিবারগুলো অস্থায়ীভাবে কোন প্রতিবেশি বা আত্নীয়ের বাড়ী, নিকটস্থ কোন উঁচু সড়ক বা বেড়িবাধ, নিকটবর্তী কোন আশ্রয়কেন্দ্র অথবা অপেক্ষাকৃত টেকসই কোন স্থাপনায় আশ্রয় গ্রহন করে এবং পরবর্তীতে তাদের নিজ বাসস্থানে ফিরে যায়। তাদের বাস্তুচ্যুতির সর্বোচ্চ স্থায়িত্বকাল হতে পারে ৬ মাস। অস্থায়ী ও স্থায়ী বাস্তুচ্যুতির মাঝামাঝিতে অবস্থানরত ব্যক্তি/গোষ্ঠি বলতে ঐ সকল পরিবারকে নির্দেশ করে যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী কোন এলাকাতে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নেই, বরং তাদের বার বার বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত বলতে ঐ সকল পরিবারকে নির্দেশ করে যারা দূরবর্তী কোন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ধরে নেয়া হয় যে ঐ এলাকা দুর্যোগ থেকে খানিকটা নিরাপদ[১৪]।

১.৬. দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনার একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রণয়নঃ

বাংলাদেশ সরকারের রুপকল্প হচ্ছে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং ২০৩০ সালে মধ্যে চরম দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সরকারের এই কৌশলগত রূপকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার তার বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (SDF) এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা এবং কৌশলাদি ঢেলে সাজাচ্ছে এবং নতুন করে প্রনয়ন করছে।

এই কৌশলপত্রটিকে অবশ্যই সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যা কিনা সরকারের দারিদ্রতা হ্রাসকরণ কৌশল এবং শিক্ষা, স্বাথ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবারহ, অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তিকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নৃতাত্তিক গোষ্ঠি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অক্ষম ব্যক্তি, অতি দরিদ্র ও ভাসমান জনসাধারনে সামাজিক অর্ন্তভূক্তিকরণের কৌশলাদির পাশাপাশি পরিবেশগত নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নসমূহের কৌশলাদি অর্ন্তভুক্ত করে। এই কর্মকাঠামোর লক্ষ হল, একটি সামগ্রিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা তৈরি করা যা বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সমতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

কৌশলপত্রটি বাংলাদেশের অভিঘাত সহিষ্ণু সমাজ, জলবায়ু কার্যক্রম এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে সরকার তার মানবিক সহায়তামূলক কর্মসূচি ও উন্নয়নমূখী কার্যক্রমগুলোকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিঘাত সহিষ্ণু সমাজ গড়তে প্রথাগত ত্রান ভিত্তিক কার্যক্রম থেকে সরে এসে একটি সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পদ্ধতি উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য তৈরি সেন্দাই কর্মকাঠামোতে ও এই ধরনের পরিবর্তন লক্ষনীয় যেখানে দুর্যোগ হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে দুর্যোগ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে দুর্যোগ সাড়াদান এবং পূণঃগঠনের উপর গুরুত্ব দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৌশলগত সাড়াদান প্রক্রিয়াকে আরও বেশি সামগ্রিক ও কার্যকরী করার জন্য এই কর্মকৌশলটিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এই জন্য নতুন পদ্ধতিকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। যেহেতু কৌশলগত সাড়াগুলো নিজ থেকেই সমভাবে সবার জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে না তাই বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে যে কোন গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ক আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক দলিলাদিতে ঘোষিথ মূলনীতিগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক

[13] CDMP II. (2014). *Trends and Impact Analysis of Internal Displacement*, Op cit.
[14] Ibid, p.43

ও আঞ্চলিক মানবাধিকার বিষয়ক মূলনীতিতে স্বাক্ষর করা দেশ হিসেবে নাগরিকের মানবাধিকারের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি, অক্ষম ব্যাক্তি, বয়স, লিঙ্গ, জাতীয়তা, ধর্মীয় বিশ্বাস ভেদে সকলের সমতা ও বৈষম্য নিশ্চিত করা, শ্রদ্ধা, রক্ষা এবং তা পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের। বাংলাদেশে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অথবা পরিকল্পনাগুলোতে প্রতিফলিত মানবিক আবেদনের পাশাপাশি এবং দুর্যোগ সাড়াদানে ক্ষেত্রে গৃহীত কতিপয় আর্ন্তজাতিক নীতিমালায় মানবাধিকার বিষয়ক আইনের কিছু দিক মানবিক সহায়তা সাড়া প্রদান কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক আইনি কাঠামো আমাদের সামনে তুলে ধরে।

এভাবে 'অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি' (Righsts-based approach-RBA) ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম, মানবিক সহায়তা এবং বাস্তুচ্যুতির জন্য টেকসই সমাধানে প্রয়োজনীয় আর্দশ মানদন্ড সরবরাহ করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি মূলত বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে অধিকারের কথা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পাশাপাশি এবং তথ্য প্রাপ্তির ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকারের কথা। আবার যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠি, ভাসমান মানুষ, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি[১৫], ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠি সাধারনত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অধিকার ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে থাকে অধিকার ভিত্তিক এই পদ্ধতি এই সকল মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও নিরাপত্তাকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে। এই পদ্ধতি সমতা ও বৈষম্য দূরীকরণের নীতিগুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের টেকসই সমাধান এবং ব্যক্তি ও জনগোষ্টিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহিষ্ণু করতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি একীভুতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত পদ্ধতি কৌশলপত্রটিকে আরও ব্যাপকতা প্রদান করবে এবং এর পাশাপাশি উপেক্ষিত বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার নিশ্চিত করবে, যাদের সমস্যাগুলো এবং যাদের কণ্ঠস্বর অনেকসময় উপেক্ষিত থাকে। সমন্বিত এই পদ্ধতি পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলপত্রটি আইওএম (IOM) এর অভিবাসন ব্যবস্থাপনা চক্রের সাথে সমন্বয় করে একটি বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (DMF) তৈরি করেছে। যার উদ্দেশ্য হল বাস্তুচ্যুতির সময় বিভিন্ন ধাপে যথাযথ সাড়াদান কার্যক্রমগুলো চিহ্নিত করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (DMF) সামগ্রিক ও বাস্তবধর্মী এই অর্থে যে এটি বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে এবং বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন কৌশলগত সাড়াগুলো কি হবে তা নির্ধারন করে। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল এই কাঠামোতে বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপে কৌশলগত সাড়াগুলো নির্দিষ্ট করা। যার লক্ষ্য হল বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন ধাপে বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অধিকার প্রাপ্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে গৃহীত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে সহায়ক নীতিমালার (The Guiding Principle on Internal Displacement) তিনটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যর কথা তুলে ধরে। আর সেগুলো হল i) বাস্তুচ্যুতি রোধ ii) বাস্তুচ্যুতির সময় মানুষকে রক্ষা করা iii) বাস্তুচ্যুতির সময় টেকসই সমাধান প্রদান। আর নীতিমালা বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে মানবাধিকার ভিত্তিক পদ্ধতির মূল ভিত্তি । এর মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা নেয়ার কথা বলা হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে যে বিষয়টি সামনে চলে আসে তা হল বাস্তুচ্যুতির মোকাবেলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা আছে তা কোন দূর্যোগ আসার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়।

[15] প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের ১১নং অনুচ্ছেদে শরীক রাষ্ট্রসমূহকে মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলা হয়েছে।

প্রাক-বাস্তুচ্যুতির ধাপে কৌশলগত সাড়াদানের লক্ষ্য হল দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি হ্রাস করা কিন্তু বাস্তুচ্যুতের সময় কৌশলগত সাড়াদানের লক্ষ্য হল অস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি কমানো। পক্ষান্তরে বাস্তুচ্যুতি উত্তর ধাপে এই কৌশলগত সাড়াদানের লক্ষ হল দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতির টেকসই সমাধান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো ব্যবহার করে, কৌশলপত্রটি চারটি কৌশলগত সাড়াদান/কার্যক্রম চিহ্নিত করে; সেগুলো হল: i) প্রতিরোধ ii) প্রস্তুতি iii) ব্যবস্থাপনা iv) মোকাবেলা (রেখাচিত্র: ১)

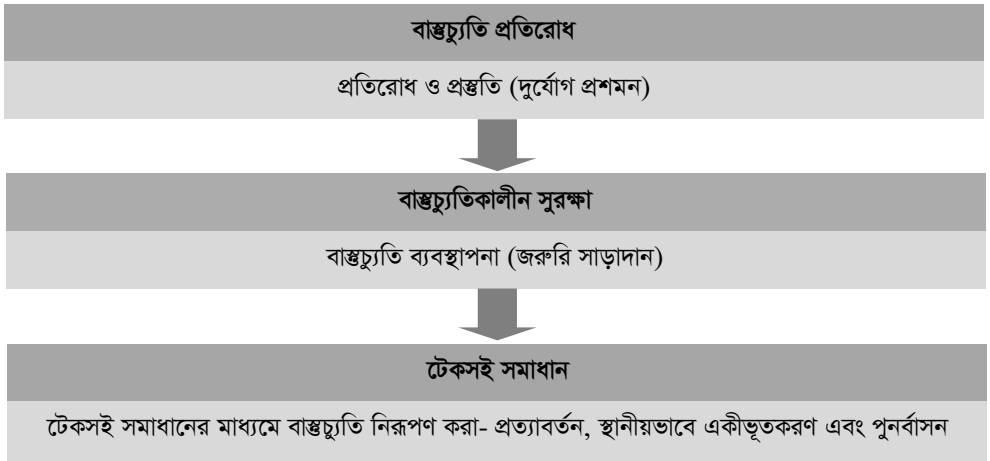

রেখা চিত্র ১: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো

কৌশলগত সাড়াদান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, ***প্রতিরোধের*** লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের মাধ্যমে বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা এবং সমাজের অভিঘাত সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি রোধ করা। যখন স্থানীয় অভিযোজন কিংবা দুর্যোগ প্রতিরোধ সম্ভব নয় যেমন: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠিকে অভিবাসন/স্থানান্তর/পূর্নবাসনের জন্য ***প্রস্তুত*** করাই হল দ্বিতীয় কৌশলগত সাড়াদানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রস্তুতিকরণের এই ধাপে আরো যে সমস্ত বিষয়গুলো সামনে চলে আসে তা হল- কার্যকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার সমুন্নত রেখে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষন, স্থায়ী ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের পূর্ব সনাক্তকরণ, মূল সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমন: স্বাস্থ্য, পুলিশ, পরিবহন ইত্যাদি কিভাবে দুর্যোগের সময় পরিচালিত হবে তার নিয়মকানুন ঠিক করা। তৃতীয় কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রম হল বাস্তুচ্যুতির ***ব্যবস্থাপনা*** । এ ধাপে যে বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত তা হল জরুরি মানবিক সহায়তা, কার্যকর এবং অধিকারভিত্তিক স্থায়ী ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারেনি তাদের সেবা প্রদান। আর চতুর্থ কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রম হল টেকসই সমাধানের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি ***মোকাবেলা*** করা। এটি মূলত করা হবে তিনটি ধাপে সেগুলো হল: ১। প্রত্যাবর্তন করা ২। স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ এবং ৩। পুনর্বাসন করা ।

যেহেতু অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি একটি জটিল বিষয়, তাই বাস্তুচ্যুত মানুষের বিভিন্ন ক্যাটাগরি নির্দিষ্ট করে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। সাধারনভাবে কৌশলগত সাড়াদান কার্যক্রমগুলো প্রতিরোধ, প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনায় বিপদাপন্ন জনগনকে লক্ষ করে প্রনীত হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি টেকসই সমাধানের লক্ষ হল তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরি বাস্তুচ্যুত মানুষদের স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা। প্রত্যাবর্তন অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা। অন্যদিকে যারা স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত তাদের জন্য স্থায়ী সমাধান হিসেবে স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণের কথা বিবেচনা করা হয়। যারা অস্থায়ী ও স্থায়ী ক্যাটাগরির মাঝামাঝি বাস্তুচ্যুত

তাদের জন্য ব্যবস্থা নেয় হয় পরিকল্পিত পূণর্বাসনের (resettlement) এর। স্থায়ী সমাধান হিসেবে এই শ্রেণীর মানুষ সবচাইতে বেশি বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা না পারে তাদের নিজ বসত ভিটায় ফিরে যেতে না পারে অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে, প্রায়শই তারা আবারও বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকির মুখে থাকে। প্রতিটি বাস্তুচ্যুতির ঘটনা স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে স্থানীয়ভাবে যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। টেকসই সমাধানের ক্ষেত্রে অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মূল কথা হল ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্টির পূর্নাঙ্গ অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। এ ধরনের জনগোষ্ঠির মধ্যে যে বৈচিত্রতা এবং ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা রয়েছে তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। টেকসই প্রত্যাবর্তন কারও কারও জন্য কাংখিত ও সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে স্থানীয় একীভূতকরণ অনেক বেশি মানানসই হতে পারে। যেকোন সমাধানেই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বা গোষ্ঠির ইচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে এবং তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে অবহিত করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ দিতে হবে।

যেহেতু দুর্যোগের পরিমান ও তীব্রতা উত্তারাত্তর বৃদ্ধি পাবে এক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত সমাধান জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। এ ধরনের সমাধানে ঋতু ভিত্তিক ও অস্থায়ী অভিবাসনের সুযোগ থাকতে হবে। একই পরিবারের অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন সদস্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অভিবাসন সমাধানকে হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। পরিবারের কোন সদস্য তাদের মূল বাসস্থানে স্থায়ীভাবে কিংবা ঋতু ভিত্তিকভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, পক্ষান্তরে অন্য সদস্যরা অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করতে পারে। তাই সমাধানগুলো হবে খুবই নমনীয় যাতে করে সকলেই তাদের সমাধান স্বেচ্ছায় ও অবহিত সম্মতির মাধ্যমে বেছে নিতে পারে। যেহেতু বাস্তুচ্যুতির পরবর্তী পর্যায়ে সহায়তা ও সাহায্য লাভ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য একটি বড় অন্তরায়। তাই বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতিমালার উপর কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠি যেমন: নারী প্রধান পরিবার, শিশু, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বয়স্ক ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা নিয়ে কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

২. বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ (Prevention of Displacement)

বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত অধিকারগুলোর উদাহরণঃ বৈষম্যহীনতা এবং সমতার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, জীবনের অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, কাজ পাওয়ার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, তথ্য পাওয়ার অধিকার।

উদ্দেশ্যঃ এই অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস/ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপদাপন্ন মানুষদের সুরক্ষা প্রদান করা।

কৌশলগত সাড়াপ্রদানঃ বাস্তুচ্যুতির **প্রতিরোধ** ব্যবস্থা হলো স্থানান্তর এবং বাস্তুচ্যুতি সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাস্তুচ্যুতির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিনিয়োগ/অর্থায়ন সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি ঘটে।এর ফলে জনগণ আরো বেশি ঝুঁকি বা সংকটের মুখে পড়ে। বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে স্থানান্তরকেই প্রায়ই একটি টিকে থাকার কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্থানান্তর ঠিকমতো বাস্তবায়ন না করা গেলে এটা বড় ধরনের মানবিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় দুর্দশাগ্রস্থ জনগনের কষ্ট এবং জীবিকার ক্ষতি লাঘব করতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে প্রস্তুত করা। সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা ও মেরুকরণের মতো পরিস্থিতিতে আবাসস্থল অনাবাসযোগ্য হলে অন্যত্র পূণর্বাসন (resettle) করা।

প্রধাননীতি ক্ষেত্রসমূহঃ দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলায় অভিযোজন

২.১. প্রধান কার্যক্রমসমূহ (প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক)

প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলোঃ (i) ঝুঁকির মাত্রা বোঝা সম্পর্কিত কার্যক্রম (ii) দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ (DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CCA) এ পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করণ (iii) জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত শাসন ব্যবস্থার বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ (iv) মূল শহরের গ্রোথ সেন্টার গুলোর কার্যক্রমগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করে বিকল্প শোভন কর্মসংস্থানের (Decent work) সুযোগ সৃষ্টি করণ (v) জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি সহনশীল জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করার সাথে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং এলাকাগুলোতে বসবাসরত জনসাধারনের অধিকারগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সেসব এলাকায় মানব বসতি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা।

২.১.১. দুর্যোগ ঝুঁকি বোঝা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তাঃ

২.১.১.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি/প্রতিষ্ঠান যেমনঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল পর্যায় বিশেষ করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির উপর মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহ ও হালনাগাদ করা। উপাত্ত ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যেমনঃ GIS/Remote Sensing Syestem প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাড়াদান কার্যক্রমের সার্বিক তদারকি করা।

২.১.১.২. লিঙ্গ, বয়স, অক্ষমতা এবং অন্যান্যসূচক দ্বারা উপাত্ত আলাদা করা যাতে বাস্তুচ্যুত জনগন যেমনঃ নারী প্রধান পরিবার, পরিবারহীন শিশু, সংখ্যালঘু, বয়স্ক, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনসমূহ সঠিকভাবে নিরুপন করে এবং তাদের অধিকারগুলো রক্ষা করা।

২.১.২. বাস্তুচ্যুতির উপর উপাত্ত সংগ্রহের খরচ কমানোর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলি এর অধীনে ঝুঁকির ধরণ নির্ণয় এবং সংকটাপন্ন অবস্থার মূল্যায়ন/পর্যবেক্ষণ করা। জাতীয় আদমশুমারি, খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, জলবায়ু, পরিবেশ সংক্ষিপ্তসার, স্বাস্থ্য ও জন জরিপ- এই ধরনের সকল জরিপে বাস্তুচ্যুত/অভিবাসনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা।

২.১.৩. 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' এ উল্লেখ করা ৬টি হটস্পটের[১৬] (পানি ও জলবায়ু উদ্ভূত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) উপর ভিত্তি করে, ঝুঁকি পূর্বাভাস পদ্ধতি ও বাস্তুচ্যুতির বিপদপন্নতা ম্যাপিং ব্যবস্থাকে উন্নত

[16] বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এ উল্লেখিত ৬টি হটস্পট (পানি ও জলবায়ু উদ্ভূত প্রায় অভিন্ন সমস্যাবহুল অঞ্চল) হল-বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, হাওড় ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, নদী অঞ্চল এবং মোহনা এবং নগর এলাকাসমূহ।

করা। আর্থ-সামাজিক এবং হাইড্রো-মেটারোলজিক্যাল প্রাকৃতিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতির নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস তৈরি করা । এই পদ্ধতি শুধুমাত্র জলবায়ু জনিত ঝুঁকি যেমন: বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাস্তুচ্যুতির প্রভাব মুল্যায়ন করবে না এটি বাস্তুচ্যুতির রোধ, প্রশমন অথবা প্রতিক্রিয়াগুলোর উপর ও আলোকপাত করবে। Agent based model অনুসরন করে জলবায়ু ও দুর্যোগজনিত কারনে অভিবাসিত এবং বাস্তুচ্যুত হবার সম্ভাবনা পূর্ব থেকেই অনুমান করা যাবে এবং জলবায়ু অবস্থা কোন সীমায় পৌছালে বাস্তুচ্যুতি ঘটবে তা পূর্ব হতেই অনুমান করা যাবে। ডায়নামিক এজেন্ট ভিত্তিক মডেল প্রয়োগ করে বাস্তুচ্যুতির হটস্পটগুলোর ম্যাপ করা।[১৭]

২.১.৪. সিডিএমপি-২ এর নির্দেশনা অনুসরন করে বাস্তুচ্যুতি ঘটে এমন জায়গাগুলোতে ঝুঁকি হ্রাস র্কমপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য সম্প্রদায় ভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপন (Community Risk Assessment-CRA) কার্যক্রম পরিচালনা করা। ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠি বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন করার জন্য CRA কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করা। ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে এমন এলাকার জনগোষ্ঠির লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুসম্বন্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা।

২.১.৫. যদি কোন কারণে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সাহায্য খোঁজা। এর জন্য প্রয়োজন আর্ন্তজাতিক ফোরামে দর কষাকষি এবং কাঠামোগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যাতে করে ঐ ধরনের কেস পরিচালনা করা যায়। কৌশলগত সিদ্ধান্ত, সংলাপ, আলোচনা, সুরক্ষা এজেন্ডাভুক্ত শোভন চর্চাগুলোকে চিহ্নিত করে বিশেষ পরিস্থিতির সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ করে কাজে লাগানো।

২.২. জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ

২.২.১. SDG ও সেন্দাই কর্মকাঠামোর সাথে সমন্বয় করে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য একটি সর্বাত্নক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা যেমন: বিশেষ আইন, নিয়মাবলী, নীতিমালা, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং একই সাথে বিদ্যমান নীতি কাঠামোর সম্পৃক্তকরণ যাতে করে বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় কার্যকরভাবে সাড়াদান করা যায়।

২.২.২. বাস্তুচ্যুত মানুষের অধিকার ও বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনায় সরকারের দায়িত্ব স্বীকৃত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২এ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। ধারা ১৭র বাস্তুচ্যুতির উপর জাতীয় কমিটি গঠনের জন্য আইনগত ভিত্তি প্রয়োজন। একই ভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩ সংশোধনের মাধ্যমে জলবায়ু সংকটাপন্ন এলাকাগুলো থেকে মানুষদের বিদেশে কাজের সুযোগ দেয়ার জন্য আইনী স্বীকৃতি দেয়া।

২.২.৩. সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা/পরিকল্পনাগুলো যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৬-২০ এবং ভবিষ্যতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে বাস্তুচ্যুত বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা। একইভাবে, স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যেমন: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনাগুলোতে বাস্তুচ্যুতি বিষয়টিকে নির্দিষ্ট কোন ধারায় যোগ করা।

২.২.৪. জাতীয় এবং স্থানীয় উভয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক আইন এবং পরিকল্পনাগুলোতে জেন্ডার ও অক্ষমতা ইস্যু এবং সংকটাপন্ন শ্রেনীর চাহিদাগুলোর পূরণ নিশ্চিত করা।

২.২.৫. সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে পরিকল্পনার মূলধারায় এবং বাজেট প্রক্রিয়ায় জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রিকৃত সম্ভাব্য উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে বেসরকারী সেক্টরকে উৎসাহ প্রদান করা। দীর্ঘমেয়াদে এই কার্যক্রম বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নতুন/বিকল্প জীবিকা খুঁজতে সহায়তা করবে।

২.২.৬. আর্ন্তজাতিক নির্দেশিকা যেমন: দুর্যোগ ও পরিবেশ পরিবর্তন থেকে পরিকল্পিত স্থানান্তরের মাধ্যমে জনগনকে সুরক্ষার নির্দেশিকা (Guidance on Protecting People from Disaster and Environmental Change through Plannned Relocation) সাথে সংগতি রেখে অস্থায়ীয় বাস্তুচ্যুতি পরিহারের শেষ অবলম্বন হিসেবে

[17] আইডিএমসি এবং ক্লাইমেট ইন্টারএকটিভ উত্তর কেনিয়ায় এরকম একটি মডেল তৈরি করেছে।

অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পিত স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে একটি কৌশল হিসেবে গ্রহন করার জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক কাঠামোগুলোতে ধারা সন্নিবেশ করা।

২.৩. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ

সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ (এনজিও) জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনীশলতা অর্জনের জন্য গভীর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি হ্রাসে DRR এবং CCA এর অধীনে যে কাজগুলো করতে হবে-

২.৩.১. দ্রুত গতি সম্পন্ন দুর্যোগ যেমন: বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প এবং সাইক্লোন এবং ধীর গতি সম্পন্ন জলবায়ু জনিত দুর্যোগ যেমন: খড়া মোকাবেলায় আগাম পূর্বাভাস পদ্ধতিগুলোকে শক্তিশালী করা। এই পদ্ধতিগুলো কার্যকর করতে প্রয়োজন দৃঢ় অঙ্গিকার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কার্যকর সাড়াদান কার্যক্রম।

২.৩.২. আগাম পূর্বাভাস প্রচার ও এ বিষয়ে জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কার্যকরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নির্দিষ্ট করা। এটি ঝুঁকিতে থাকা সমাজকে পূর্ব হতে প্রস্তুত করতে ও সরকারী কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে কাজ সহজ করে দেয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) পরিচালিত সরকারী কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়টিকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে জনসাধারনকে আরও বেশি প্রস্তুত করতে এ খাতে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

২.৩.৩. ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন বহুমুখী জীবিকা, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগোষ্ঠির সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধি করা। সরকারের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ধারা যোগ করা যাতে তারা বাস্তুচ্যুতির পরেও তাদের প্রাপ্য সামাজিক সুরক্ষার উপাদানগুলো ভোগ করতে পারে।

২.৩.৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি অভিযোজন চর্চা গ্রহন করার মাধ্যমে দুর্যোগ সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থার পরিধি বাড়ানো, যেমন: বন্যা, খরা, লবনাক্ততা সহিষ্ণু শষ্যের প্রচলন, ভূমি ও পানি সংরক্ষন পদ্ধতি এবং বা বৃষ্টির সাথে সংগতিপূর্ণ শষ্য রোপন পদ্ধতির প্রচলন। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগের কারনে কৃষি পণ্যের ক্ষতি সামাল দিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে শষ্য/কৃষি বীমা চালু করা। আবহাওয়ার উপাদান ভিত্তিক নতুন মডেলের শষ্য বীমা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে[১৮]।

২.৩.৫. একই রকম বীমা স্কিম অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন: বাসস্থান, গবাদি-পশু এবং অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তির- ক্ষেত্রে প্রণয়ন করা। এই স্কিম দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোর কল্যানে সরাসরি ভুমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে একসাথে কাজ করা।

২.৩.৬. আর্ন্তজাতিক ও দেশীয় শ্রমবাজারকে বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিতে থাকা খানা/পরিবারগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অকৃষি খাতে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২.৩.৭. রেমিটেন্স প্রেরণকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত দেয়া[১৯] এবং বাস্তুচ্যুতি প্রবণ এলাকাগুলো থেকে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যর জন্য স্বল্প মেয়াদি চুক্তি ভিত্তিক আর্ন্তজাতিক শ্রম অভিবাসনের সুযোগ তৈরি করা। এই উদ্যোগ খানা/পরিবারগুলোর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকবেলায় সহায়তা করবে।

২.৩.৮. প্রান্তিক এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠির জন্য অস্থায়ী ও সার্কুলার শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। ILO, IOM, UNHCR, UNDP এবং অন্যান্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তা করা। কলাম্বিয়া ও স্পেনের শ্রম অভিবাসনের জন্য IOM সহায়তায় প্রনীত Temporary Circular Labour Migration (TCLM) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি মডেল হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তা প্রয়োগ করে দেখা।

২.৩.৯. দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্ন এলাকগুলোতে আর্ন্তজাতিক শ্রম অভিবাসন সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো যেমন: জেলা কর্মসংস্থান অফিস ও প্রবাসী কল্যান ব্যাংক এবং এনজিও শাখা অফিস স্থাপন করা।

---

[18] Habiba, U. & Shaw, R. (2013). "Crop Insurance as Risk Management Stratgy in Bangladesh". In Rajib Shaw & Fuad H. Mallick (Eds). *Disaster Risk Reduction Approaches in Bangladesh* (pp.281-305). Springer: London

[19] C.Tacoli. (2009). "Crisis of adaptation? Migration and Climate Change in a context of high mobility", *Environment and Urbanisation*, vol.21, No.2 pp.513-525

২.৩.১০. বিপদাপন্ন এলাকাগুলোতে অভিযোজন সহজতর করতে এসব পরিবারের যেসব সদস্য কর্মের জন্য বিদেশে আছে তাদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক পন্য যেমন: ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, ডায়াসপোরা বন্ড ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য অভিবাসীদের তথ্য প্রদান করা এবং সেগুলো ক্রয়ে উৎসাহিত করা। অভিযোজনে সহায়তার পাশাপাশি এটি দেশে অভিবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এবং অভিবাসীর বিদেশে গড়া সম্পদকে দেশে স্থানান্তরে উৎসাহ যোগাবে।

২.৩.১১. বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তৈরি পোষাক কারখানা ও উৎপাদন কারখানাগুলোতে বাস্তুচ্যুত হয় এমন এলাকাগুলো থেকে আসা মানুষদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা। বিপদাপন্ন এলাকাগুলোর জনগনের দক্ষতার সাথে সংগতিপূর্ণ চাকরি প্রস্তুতিতে সহায়তা করার জন্য অনলাইন জব পোর্টাল তৈরি করা। এই বিষয়ে সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করা।

২.৩.১২. সর্বজনীন স্বীকৃত নির্দেশনা ও সেন্দাই কর্মকাঠামো অনুসরন করে বাস্তুচ্যুতি ঘটেছে এমন এলাকাগুলোতে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পূর্ণনির্মান করা। বন্যা রোধে বিদ্যমান বাঁধগুলো মেরামতে ও রক্ষানাবেক্ষনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষন জোরদার করা। বিশেষ করে মাঝারি থেকে বড় আকারের বন্যা রোধে বাঁধের ফলপ্রসুতা বুঝতে স্থানীয় সরকার, প্রকৌশলী বিভাগ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং নদী ভাঙন রোধে উপযুক্ত স্থানে নতুন বাঁধ নির্মান করা। লবনাক্ততা রোধে স্লুইস গেইট বসানো এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নত করা। নদী ও খাল পূণঃখনন ও নদী প্রশিক্ষনে প্রচুর অর্থ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ভৌগলিক এলাকাগুলোতে সমন্বিত কার্যক্রম[২০]। শহর ও আধা শহুরে এলাকাগুলোতে ভূমিকম্পের কাঠামো ও অবকাঠামোগত ঝুঁকি নিরুপণ করা এবং প্রস্তুতিমূলক ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা।

২.৩.১৩. দুর্যোগের সময় বিপদজ্জনক স্থান থেকে সরিয়ে আনার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে জেন্ডার সংবেদনশীল সাইক্লোন ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে উপকূলীয় জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রায় চার হাজার আশ্রয় কেন্দ্র প্রয়োজন। যেখানে রয়েছে মাত্র আড়াই হাজার কেন্দ্র।

২.৩.১৪. বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র এবং পোল্ডারগুলোর বহুবিধ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেই এলাকায় বাস্তুচ্যুত হতে পারে এমন পরিবার ও সম্প্রদায়সমূহকে এসব স্থাপনার কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা রেখে স্বএলাকায় পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা। বাঁধ, পোল্ডার এবং দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ভেতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা। বিপদাপন্ন জনগনের জন্য গুচ্ছ গ্রামের আদলে জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া।

২.৩.১৫. বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোকে উন্নীত করা। খরা অভিযোজন বৃদ্ধি করতে ক্রস ড্যাম এবং পানি নিয়ন্ত্রক কাঠামো নির্মাণ করা। বিশেষ করে, নদী বা খাল পূনঃখনন করা, গভীর নলকূপ স্থাপন করা এবং ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি বৃদ্ধি করা।

২.৩.১৬. পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামোগত সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও খাপ খাওয়ানোর পদ্ধতিগুলো বিবেচনায় নিয়ে কৌশলগুলো নির্ধারন করা।

২.৩.১৭. সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বসতভিটা নিরাপদ স্থানে পরিনত করা; বসতভিটার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন: বিদ্যালয়, জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সগুলোর বেদি উচুঁ করা। যদি গ্রাম পর্যায়ে কোন গৃহায়ণ নীতিমালা না থাকে তবে দুর্যোগ ঝুঁকি রোধে আপদ ভিত্তিক গৃহায়ন নীতিমালা (Hazard-specific housing code) প্রণয়ন নিশ্চিত করা এবং তার বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উপর সম্ভাব্য ঋণাত্বক প্রভাবগুলো দূর করতে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া।

২.৩.১৮. সরকারী-বেসরকারী-এনজিও এর অংশীদারিত্বে ভূমিহীন বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির জন্য দুর্যোগ সহিষ্ণু গুচ্ছ আবাসন ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন ও নির্মান করা। এসব স্থানে তাদের ভূমি ভোগের অধিকার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গবাদী পশু ও হাঁস মুরগি, বীজতলা রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখা। জীবিকা নির্বাহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার

[20] Ahmed, A., Haq, S., Nasreen, M. and Hasan, A. (2015). *Climate Change and Disaster Management*. Final Report. Sectoral inputs towards the formation of Seventh Five Year Plan (2016-2021)

জন্য যাতায়াতের সুযোগ আছে এমন জায়গাকে কেন্দ্র করে স্থাপনা নির্মান করা। এক্ষেত্রে দুর্যোগ মন্ত্রণালয় একটি পাইলট প্রকল্প নিতে পারে যা পরবর্তীতে এর ফলাফল নিরূপন করবে[২১]।

২.৩.১৯. গ্রামীন এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু মডেল হাউজিং/বাসস্থান এবং বহুতল-পাকা অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের উদ্বুদ্ধ করা এবং সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা। গ্রামের মানুষের কাছে শহরের সুবিধা পৌছে দিতে বর্তমান সরকারের **"আমার গ্রাম আমার শহর"** নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতদের অভিযোজনের এই পদক্ষেপটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩.২০. অতিজরুরি বা প্রকট জনস্বার্থের কারনে দুর্যোগের সময় ছাড়া জনগনকে তাদের গৃহ বা বাসস্থান থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা নিষিদ্ধ করা।

২.৪. গ্রোথ সেন্টারগুলো বিভিন্ন শহরে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বহু এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি

২.৪.১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে এমন সম্ভাব্য এলাকাগুলোতে কাছাকাছি শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এটি অবশ্যই সরকারী ও ব্যক্তিখাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে করা।

২.৪.২. কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি করতে আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নগর উন্নয়ন কেন্দ্র (Urban Growth Centre) প্রতিষ্ঠা করা, যা বাস্তুচ্যুত মানুষের মাঝে ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী হওয়ার প্রবণতা প্রশমন করবে। শহরতলী এলাকাগুলোতে সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রেখে সেসব স্থানে স্বল্প ভাড়ার আবাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা। নগর কেন্দ্রগুলোর স্থান আঞ্চলিকভাবে নির্ধারণ করা।

২.৪.৩. নগর এলাকাগুলোতে অধিক জনসংখ্যার চাপ পরিহার করতে পরিবহন সেবার গুনগত ও পরিমানগত মান বৃদ্ধি করা বাস এর বদলে কমিউটার ট্রেন চালুর প্রতি মনোযোগ দেয়া। এরফলে দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠি মূল শহরে বসবাস না করে শহরতলীতে থাকতে করতে উৎসাহিত হবে। যাতায়াত খরচ কমে গেলে তাদের বড় শহরমূখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

২.৪.৪. কর্মসংস্থানের জন্য যাতে বাস্তুচ্যুতদের নিজ এলাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করতে না হয় সেই জন্য কর্মসংস্থানের বিকেন্দ্রিকরণের পাশাপাশি কমিউটার ট্রেনের ব্যবস্থা করা যাতে করে তারা তাদের আদি আবাস থেকেই কাজে যেতে পারে এবং দিনশেষে নিজ আবাসে ফিরে আসতে পারে।

২.৪.৫. ধীর গতির দুর্যোগে অভিযোজনের জন্য ভুক্তভোগীদের অনেকেই আগে থেকে শহরে চলে যায়। এই শ্রেণীর ভুক্তভোগীদের শহরে/শহরতলীতে আবাসনের জন্য প্রকল্প নেয়া। বহুতল বিশিষ্ট দালান নির্মান করে নিচের তালাগুলোতে বাজার, ফার্মেসী, ডাক্তারের চেম্বার, চুলকাটার দোকান, চাইল্ড কেয়ার সহ সকল সেবার স্থান নির্ধারন করা। যাতে করে শহরের ফুটপাতগুলো মুক্ত রাখা যায়। স্বল্প টাকায় এইসব দোকানগুলো ভাড়া দিয়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। উপরের তালাগুলো স্বল্প ভাড়ায় চুক্তির ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুতদের থাকার ব্যবস্থা করা। এর মালিকানা সরকারের কাছে রাখা এবং নির্মান ও পরিচালনা কাজে যথাক্রমে ব্যক্তিখাত এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর ব্যবহার করা।

২.৫. জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি সহনীয় ভূমি পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রনয়ণ

২.৫.১. জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি সহনশীল ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে সেই এলাকাগুলোতে মানব বসতি নিষিদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহন করা।

২.৫.২. উপকূলীয় ও সমুদ্র বন্দর এলাকাগুলোতে সরকারের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা যেমন: অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদিতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের একত্রীকরণ এবং ঐসব এলাকায় স্বল্প ভাড়ায় গৃহায়ন সুবিধাসহ নাগরিক সুবিধাসমূহ প্রদান সাপেক্ষে উপগ্রহ শহর প্রতিষ্ঠা করা ।

[21] এমন গুচ্ছ আবাসনের কিছু লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের পল্লী জনপদ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা যেতে পারে।

২.৫.৩. সামগ্রীক ভূমি নীতিমালা এবং আঞ্চলিক ভূমি বিধিমালা নিশ্চিত করা। পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা। চর ও উপকূলীয় এলাকা এবং বাঁধ এলাকাগুলোতে বনায়ন করার লক্ষ্যে বন কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমান সম্পদ বরাদ্দ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। উপকূলীয় এলাকাগুলোতে স্থায়ী সবুজ বেল্ট (Green Belt) যথাযথভাবে নিশ্চিত করা। প্রান্তিক পরিত্যক্ত জমিতে কোন প্রকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করা।

২.৫.৪. পরিবেশগতভাবে বিপদাপন্ন অঞ্চলগুলো থেকে কাজের খোঁজে আসা বাস্তুচ্যুত মানুষগুলো যাতে শহরের সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ প্রান্তিক এলাকায় আটকে না পড়ে সেই জন্য তাদের আবাসনের স্থান শহর পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত করা। মৌজা বা অঞ্চল ভিত্তিক খাস জমিসমূহ সনাক্ত করা। এগুলোতে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ভূমি ব্যবহার বিধিমালা তৈরি করা। এইসব খাস জমি জলবায়ু সহিষ্ণু গুচ্ছ আবাসন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা এবং সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুতদের জীবিকার জন্য বরাদ্দ দেওয়া। মালিকানা প্রদান না করেও জলবায়ু সহিষ্ণু আবাসন তৈরি করে স্বল্প ভাড়ায় অভিবাসীদের থাকার সুযোগ তৈরি করা।

২.৫.৫. যৌথ ব্যবস্থাপনায় টেকসই ব্যবহার ও চর্চা অনুসরন করে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য একটি ‘কমন রিসোর্স পুল’ সৃষ্টি করার আইনী কাঠামো তৈরি করা। তাতে ভূমি অথবা জলাশয় অর্ন্তভুক্ত করা। সেখানে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত কারনে বাস্তুচ্যুত মানুষের কর্মের অধিকার নিশ্চিত করা। এতে উচ্চ শ্রেণীর সম্পদ হ্রাসের সুযোগ কমে আসবে।

৩. বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা (Protection During Displacement)

বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কিছু অধিকারের উদাহরন: বৈষম্যহীনতা এবং সমতা, জীবনের অধিকার, শারীরিক ও নৈতিক জীবনমান রক্ষা করে চলার অধিকার, স্বাধীনতা ও সুরক্ষার অধিকার; স্বাধীনতাভাবে চলাফেরা ও বসবাসের অধিকার; পর্যাপ্ত গৃহায়ণ এবং ভূমি ব্যবহারের অধিকার; জীবিকার অধিকার; পানি, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা পাওয়ার অধিকার; পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার; স্বাস্থ্যসেবা অধিকার; প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার অধিকার; জরুরি নির্দেশিকা ও আর্দশমান অনুযায়ী প্রানীসম্পদ সুরক্ষার অধিকার।

উদ্দেশ্য: এই অধিকারসমূহকে স্বীকৃতি দেয়ার পেছনে রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাস্তুচ্যুতি ঘটাকালীন সময়ে দুর্যোগকবলিতদের অধিকার ভিত্তিক মানবিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।

কৌশলগত সাড়াদান: বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া এবং জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান করার সাথে সাথে কার্যকরি সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সাধারনভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ জনিত কারনে অভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠির পাশাপাশি প্রানীসম্পদ বিষয়ক জরুরি নির্দেশিকা এবং আর্দশমান অনুযায়ী প্রানী সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রধান নীতি সমূহঃ মানবিক এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ সহায়তা।

৩.১. প্রধান কার্যক্রম: (সাড়াদানের ব্যবস্থাপনা: জরুরি সাড়াদান)

৩.১.১. মানবিক ও দুর্যোগ ত্রান কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ: বাস্তুচ্যুতির জরুরি ধাপে, দুর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয় অন্যান্য মন্ত্রনালয় ও মানবিক সহায়তায় প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ে যে কাজগুলো করবে:

৩.১.২. বাস্তুচ্যুত মানুষের চাহিদা নিরূপন করে Sphere Standards অনুসারে যথাযথ সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক জীবন রক্ষাকারী চারটি মানবিক সহায়তা যেমন: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করা; খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; আশ্রয় ও পূর্ণবাসন এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রম নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুরক্ষা নীতিমালা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ব্যক্তি সুরক্ষায় IASC এর অপারেশনাল গাইডলাইন, the MEND নির্দেশনা সহ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক মানদন্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ভিত্তিক নির্দেশনা মাথায় নিয়ে দুর্যোগ মন্ত্রনালয় এসব কাজে নেতৃত্ব দিবে।

৩.১.৩. স্থানান্তরিত হওয়ার সময় নিরাপত্তা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং হাইজিন সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা এবং পরিবারের কোন সদস্য যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করা। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা।

৩.১.৪. বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠিকে নিকটবর্তী কোন আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা। প্রয়োজনে তাদের আশ্রয়স্থলে পরিবহন সুবিধা প্রদান করা। আশ্রয় কেন্দ্রে নারী, শিশু, কিশোরী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পর্যাপ্ত স্থান নির্ধারণ করা।

৩.১.৫. জাতীয় বাস্তুচ্যুতি ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করে বাস্তুচ্যুত পরিবার ও ব্যক্তিদের বাস্তুচ্যুতি ঘটার সময় নিবন্ধন করা। এই নিবন্ধন ব্যবস্থা ত্রান ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম পরিচালনায় ও হারিয়ে যাওয়া পরিবারের কোন সদস্যকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করবে ।

৩.১.৬. জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে ত্রান মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদামঘর নির্মান করা। উদ্ধার ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা যেমন: দূর্গত এলাকায় পৌছানোর জন্য জলপথ ব্যবহার ।

৩.১.৭. পর্যাপ্ত পরিমান বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা। জরুরি প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান টয়লেট স্থাপন করা (মহিলাদের জন্য আলাদা)। জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে মেডিকেল টিম দ্রুত প্রেরণ করা।

৩.১.৮. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জরুরি দলিলাদি যেমন: জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট, এবং নিকাহনামা হারিয়ে গেলে তা পূনঃ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা। দুর্যোগের ফলে হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া এসকল দলিলের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষ যেন তাদের অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

৩.১.৯. সুরক্ষা ঝুঁকির মুখোমুখি নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা। তাদের বিভিন্নধর্মী চাহিদা নিরূপনে পদক্ষেপ নেয়া।

৩.১.১০. বাস্তুচ্যুত মানুষ ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানবিক সহায়তা যেন কোন প্রকার বাধা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌছাতে পারে তার জন্য ত্রান সামগ্রী ও মানবিক সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের চলাচলের অনুমতি প্রদান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩.১.১১. আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করে বিপদাপন্ন পরিবার ও দুর্যোগের সময় পরিবারগুলোর রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে যেন অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করা। যদি লেনদেনের সময় প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কাগজপত্র দুর্যোগের কারনে হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে রেমিটেন্স গ্রহনে সে কাগজপত্রের শর্ত শিথিল করা।

৩.১.১২. দুর্যোগের পর পুনুরুদ্ধার ও পুণঃনির্মাণ কার্যক্রম বিশেষ করে আবাসন খাতকে বিবেচনায় রেখে একটি সামগ্রিক নীতিমালা তৈরি করা।

৩.১.১৩. বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলীর বিভিন্ন ধারায় যে দায়িত্বসমূহ দেয়া আছে সেগুলো সম্পর্কে তাদের স্পষ্টভাবে নিয়মিত অবহিত করা।

৩.২. দুর্যোগের সময় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মৌলিক/মানবাধিকার রক্ষা

বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের অধিকার যেমন: জীবনের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার নিশ্চিত করে। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের এইসব অধিকার সংরক্ষন করা ।

৩.২.১. বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা হটলাইন নাম্বার ও বিশেষ টহল পুলিশ রাখা ।

৩.২.২. নারী ও শিশু শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তাদের চিকিৎসা, আশ্রয় ও আইনি সেবা নিশ্চিত করা।

৩.২.৩. কোন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক বা বেআইনিভাবে অপসারণ করা হবে না অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থানে ফিরে যেতে বা থাকতে বাধ্য করা যাবে না তা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সংবিধান তার প্রতিটি নাগরিককে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করার অধিকার দিয়েছে। দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার, যেকোন স্থান ত্যাগ করার ও পূনঃপ্রবেশের যে অধিকার, সেগুলো বাস্তুচ্যুতদের জন্য নিশ্চিত করা।

৩.২.৪. বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আবাসন ও আশ্রয় কেন্দ্র নিশ্চিত করা। Sphere Standards অনুযায়ী বাস্তুচ্যুতদের স্থায়ী ও নিরাপদ পূর্নবাসন নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তাদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা

৩.২.৫. ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রনালয়ের পরামর্শে খাস জমি সনাক্ত করে গৃহহীন বাস্তুচ্যুত মানুষদের সেসব জায়গায় আইনি সুরক্ষার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং একটি সাধারন সম্পদ পুল (Common Resourse Pool) তৈরি করা যেখানে বাস্তুচ্যুত মানুষজনের প্রবেশাধিকার থাকবে। গৃহহীন বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য প্রয়োজনে মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সহায়তায় জরুরি ও অর্ন্তবর্তীকালীন আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা। সরকারী ও বেসরকারী অংশিদারিত্বের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩.২.৬. বাস্তুচ্যুত মানুষদের খাদ্য, পানি, বস্ত্র, স্যানিটেশন প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে শারীরিকভাবে অক্ষম, শিশু, বয়স্ক, মহিলা ও কিশোরীদের বিশেষ চাহিদাগুলোকে প্রাধান্য দেয়া।

৩.২.৭. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিশেষ করে শিশু ও যুবকদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। কোন বাস্তুচ্যুত শিশু বা কিশোর শিক্ষার্থীকে পূর্বের বিদ্যালয়ের নথিপত্র প্রদর্শন করতে পারছে না বলে সেই অজুহাতে শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত না করা।

৩.২.৮. বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিকভাবে অক্ষম বাস্তুচ্যুত শিশুদের সকল চাহিদা পূরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা। নগর কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় শিশুদের সাথে শিক্ষার মূলধারায় বাস্তুচ্যুত শিশুদের অংশগ্রহন করার অধিকার নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত শিশুদের পিতামাতাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে তারা শিশুদের বিদ্যালয় কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্ত করে এবং বাল্যবিবাহের মত ক্ষতিকর প্রথাগত চর্চাগুলো পরিহার করে।

৩.২.৯. বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ও শিক্ষা কার্যক্রমের বন্দোবস্ত করে দেশে ও বিদেশে বাস্তুচ্যুত মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জীবিকা নির্বাহের অধিকার নিশ্চিত করা।

৩.২.১০. প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় ও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রশিক্ষন প্রদান করে স্বল্প মেয়াদী আর্ন্তজাতিক শ্রম অভিবাসনের এবং দেশের অভ্যন্তরে চাকুরির সুযোগ তৈরি করা। বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য একটি জব পোর্টাল সৃষ্টি করা।

৩.২.১১. ভোকেশনাল ট্রেনিং ও জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো চালু করার আগে, যারা এসকল কার্যক্রমে অংশগ্রহন করবে সেই সব পেশায় তাদের চাকরি পাবার সম্ভবনা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মার্কেট বিশ্লেষন করা।

৩.২.১২. বড় কারখানাগুলোকে বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিয়োগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা। বেসরকারী সেক্টরকে বাস্তুচ্যুত কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব কার্যক্রমের অধীনে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপেক্ষের বিশেষ সুপারিশের ব্যবস্থা চালু করা।

৩.২.১৩. ব্যক্তির ইচ্ছা ও আগ্রহ ব্যতিরেকে তার সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ না করা।

৩.২.১৪. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ অথবা ভর্তুকি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই ঋণ প্রকল্পের একটি লক্ষ হবে জমি ক্রয়ে তাদের সহায়তা করা।

৩.২.১৫. বাস্তুচ্যুত সকল ব্যক্তির সমন্বিত ও লিঙ্গ সংবেদনশীল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমান ক্লিনিক সেবা চালু করা।

৩.২.১৬. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাস্তুচ্যুত মানুষদের জন্য সামাজিক ভাতা কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

৩.২.১৭. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের ভোটে অংশগ্রহনের অধিকার নিশ্চিত করা। সকল বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ও প্রান্তিক সামাজিক গ্রুপগুলোর জন্য প্রত্যাবর্তন, সমন্বিতকরণ এবং পূর্ণবাসনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন অংশগ্রহনের সুযোগ রাখা।

৩.২.১৮. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। বিশেষ করে ভোটার আইডি কার্ড ইস্যু করা। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির নির্বাচন করা ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে, তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪. টেকসই সমাধানসমূহ (Durable Solutions)

টেকসই সমাধান সম্পর্কিত অধিকারসমূহঃ বৈষম্যহীনতা এবং সমতা; **হাউজিং, ল্যান্ড, প্রপার্টি রাইটস** (HLP); গৃহ, ভূমি এবং সম্পত্তিতে আইনগতভাবে থাকার অধিকার; একতরফা সিদ্ধান্তে উচ্ছেদ বা স্থানান্তররিত না হওয়ার অধিকার; জমির অধিকার; সম্পত্তির মালিকানার অধিকার; সম্পত্তির শান্তিপূর্ণ ভোগদখলের অধিকার; গোপনীয়তার অধিকার এবং বাসস্থানকে সম্মান করার অধিকার; জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে এইচএলপি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার; চলাচলের অধিকার এবং আবাসন পছন্দের অধিকার; রাজনৈতিক অংশগহনের অধিকার; তথ্যের অধিকার; নিরাপদ পানি পাওয়ার অধিকার এবং জ্বালানী শক্তি পাওয়ার অধিকার। **পদ্ধতিগত অধিকারসমূহ (Procedural rights)ঃ** বাক-স্বাধীনতার অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার; অংশগ্রহনের অধিকার বিশেষ করে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার।

উদ্দেশ্যে: এই অধিকারগুলোর আলোকে এই পর্যায়ে রাষ্ট্র বাস্তুচ্যুতদের সম্মানজনকভাবে স্থায়ী বা টেকসই সমাধান নিশ্চিত করে পূর্ণবাসন নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে:

কৌশলগত সাড়াদান (Strategic response): বাস্তুচ্যুতির সংকট দীর্ঘায়িত হতে না দিয়ে তার স্থায়ী/টেকসই সমাধান নিশ্চিত করার জন্য তিনধরনের পদক্ষেপ রয়েছে। এগুলো হল- i) দুর্যোগ শেষ হয়ে গেলে স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন; ii) স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলে বাস্তুচ্যুত হয়ে যে এলাকায় বসবাস করেছে সেখানেই একীভূত হবার সুযোগ তৈরিকরণ; iii) যেসব ক্ষেত্রে এই দুটো সমাধানে কোনটাই সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে অন্যত্র স্থানান্তর ও পরিকল্পিত পূর্ণবাসন। দুর্যোগের পরে স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তনই সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য সমাধান। যদি স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন সম্ভব বা কাঙ্খিত না হয় সে ক্ষেত্রে অন্যদুই বিকল্প বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটির (IASC) স্থায়ী সমাধানের কাঠামো অনুযায়ী এমন পরিস্থিতিকেই টেকসই সমাধান বলে ধরা হয় যখন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের দুর্যোগের কারনে সৃষ্ট কোন সমস্যা মোকাবেলায় আর বাইরের কোন সহযোগিতার প্রয়োজন পড়বে না।

কৌশলপত্রে বিবেচ্য মূলনীতি সমূহ: পূর্ণবাসন; নগর উন্নয়ন (জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৪ খসড়া); পল্লী উন্নয়ন (জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০১); ভূমি নীতিমালা (জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১); গৃহায়ন নীতিমালা (জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা,২০০৮)

৪.১. প্রধান কার্যক্রম (টেকসই সমাধান)

এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি স্বচ্ছায় বাছাই করবে টেকসই তিনটি সমাধানের মাঝে কোনটি তার জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী, নিজ বসতভিটায় ফেরা, স্থানীয় পর্যায়ে একীভূতকরণ অথবা নিরাপদ ও পরিকল্পিত পূর্ণবাসন। যে কারনে বাস্তুচ্যুত হয়েছে, সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে সে স্বএলাকাটি বাস উপযোগী কিনা এবং সেখানে ফিরে যাবে কিনা সে বিষয়ে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ দেয়া। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং পরামর্শ দান ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই প্রক্রিয়াটিকে প্রতিনিধিত্বশীল ও অংশগ্রহণমূলক করা। অর্থ্যাৎ এ ধরনের ব্যবস্থায় তাদের প্রত্যাবর্তন, একীভূতকরণ এবং পূর্ণবাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বাস্তুচ্যুতরা সরাসরি অংশগ্রহন করতে পারবে অথবা তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবে।

ইন্টার-এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি (IASC) কাঠামো টেকসই সমাধানের মোট ৮টি উপাদান সনাক্ত করেছে। সেগুলো হল: i) সুরক্ষা ও নিরাপত্তা; ii) জীবন যাত্রার নির্দিষ্ট মান; iii) জীবিকার সুযোগ; iv) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসন, ভূমি এবং সম্পত্তির পূনঃউদ্ধার; v) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের পুণঃপ্রাপ্তির সুযোগ; vi) পরিবারের সদস্যদের পূণহএকত্রীত হবার সুযোগ; vii) সরকারী সিদ্ধান্তে অংশ্রগহনের সুযোগ; vii) কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায় বিচার পাবার সুযোগ।

এই কাঠামোটি নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন, অভিবাসনের এলাকায় একীভূতকরণ ও পরিকল্পিত পূর্ণবাসন সংক্রান্ত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেয়া যে কোন কার্যক্রমে সহায়ক হবে। তবে যে কোন বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রেই সকল ৮টি উপাদানই যে প্রয়োগযোগ্য হবে, তা নয়।

৪.১.১. স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন (Return): বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির জন্য স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন সবচাইতে বেশি কাঙ্খিত। এটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্টির জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারন তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রথা তাদের আদিভূমির সাথে সম্পর্কিত। স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন বিশেষত স্বল্পমেয়দী বাস্তুচ্যুতদের ক্ষেত্রে বেশি খাটে। নিম্নোক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করতে পারে যাতে প্রত্যাবর্তন যেন টেকসই হয়।

৪.১.১.১. স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন স্থায়ী সমাধান কিনা তা বুঝতে হলে প্রয়োজন সেই এলাকার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অবস্থা যাচাই করা।

৪.১.১.২. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের তাদের পূর্বের এলাকার বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ও সঠিক তথ্য প্রদান করা যাতে তারা স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে অবস্থা যাচাই করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বএলাকা দেখে আসার সুযোগ তৈরি করা।

৪.১.১.৩. ইকোসিস্টেম ও ইকোসিস্টেম সার্ভিস রক্ষা করার জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তিত ব্যক্তির বাড়ী, ভূমি এবং সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রয়োজনে এইচএলপি বিকল্পের সুযোগ সহ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৪.১.১.৪. স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তিত ব্যক্তির পর্যাপ্ত জীবন মান এবং মৌলিক সেবা নিশ্চিত করতে এলাকাগুলোতে বসত বাড়ী, খাবার পানি এবং মৌলিক সেবা সম্পর্কিত অবকাঠামো পুণঃনির্মানে সহায়তা করা।

৪.১.১.৫. সরকারী-বেসরকারী এবং এনজিওর অংশিদারিত্বের[২২] মাধ্যমে প্রত্যাবর্তিত বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য স্বল্প মুল্যে জলবায়ু সহিষ্ণু বসত বাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগের ধরন অনুযায়ী স্বল্প মূল্যের বাড়ীর নকশা করা। জাতীয় ভূমি নীতিমালার ধারা অনুযায়ী ভূমিহীন মানুষদের জন্য জমি পেতে সহায়তা করা। তবে অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এধরনের প্রকল্পগুলো প্রায়শই ফলপ্রসু হয়নি; কারণ বরাদ্দকৃত জমিগুলোতে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও অবকাঠামোগত অভাব রয়েছে। মূলকর্ম ক্ষেত্র, সেবাদান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন হবার কারনেও এসব প্রকল্প সুফল তৈরি করতে পারেনি।

৪.১.১.৬. ঋণ সুবিধা সরবরাহ করা যাতে গৃহ নির্মান, খামার এবং দোকানপাট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে পূর্নবাসন এলাকা বাসপোযোগী করা যায়। এই কার্যক্রমে বিপদাপন্ন বিভিন্ন মানুষজনকে যেমন: নারী, শারীরিকভাবে অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অতি দরিদ্র যারা জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পায় না, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির বাইরে এধরনের মানুষজনকে বিবেচনায় আনা।

৪.১.১.৭. প্রত্যাবর্তিত এলাকাগুলোতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পূনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.১.৮. নারী, শারীরিকভাব অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অতি দরিদ্র মানুষজনদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। আয় সৃষ্টির উৎসসমূহ বৃদ্ধির লক্ষে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যের জন্য আর্ন্তজাতিক শ্রম অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় এবং প্রবাসী ব্যাংকের সহযোগিতায় বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের কাজের জন্য মধ্য প্রাচ্য বা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দেশে যাবার খরচ বহনের নিমিত্তে ঋণ সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.২. স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ (Local Integration): পরিবেশ অবনয়নের কারনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যখন দুর্গত এলাকাতে বসবাস করা আর সম্ভব হবে না, অথবা নদী ভাঙন, সমুদ্রপৃষ্টে উচ্চতা বৃদ্ধি ও জমিতে লবনাক্ততা প্রবেশ ইত্যাদি পরিববেশগত বিপর্যয়ের কারনে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি তার নিজ এলাকায় আর প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না। এধরনের পরিস্থিতিতে স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি যে এলাকায় প্রাথমিকভাবে আশ্রয়গ্রহন করেছিল সেখানেই তাদের বসত, জীবন ও জীবিকা গড়ে তোলে। এ ধরনের সমাধানকেই বলা হয় অভিবাসনের স্থানে একীভূতকরণ। স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

৪.১.২.১. খসড়া জাতীয় নগর সেক্টর নীতিমালা ২০১৪ এ বিভিন্ন ধারায় যে সুযোগগুলোর বর্ণনা করা আছে অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা যাতে সেগুলো ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা। শহরের যেসব স্থানে বস্তি রয়েছে সেগুলোর মান উন্নয়ন এবং শহুরে দরিদ্র ভাড়াটিয়াদের অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা।

---

[22] এনজিওগুলোকে বন্টন ব্যবস্থাপনায় ও স্বল্প মূল্যের আবাসন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এসব স্বল্প মূল্যের বাড়ীর সৃজনশীলতার সাথে, নকশা তৈরি ও নির্মানে প্রাইভেট সেক্টরের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহন প্রয়োজন।

৪.১.২.২. উচ্ছেদের ক্ষেত্রে বস্তিবাসী এবং ভাসমান লোকদের জন্য উপযুক্ত পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা রাখা। জমির মালিকানা হস্তান্তর না করে, প্রাইভেট সেক্টর এবং এনজিওদের অংশিদারিত্বে স্বল্প ভাড়ায় গৃহায়ন প্রকল্প পরিচালনা করা। ভাড়াটিয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে 'Usufruct'[২৩] প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা।

৪.১.২.৩. বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য ভূমি ভাড়া ও বিক্রি করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠি ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহন করা।

৪.১.২.৪. জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রকল্প গ্রহন এবং সেবার মান বাড়িয়ে অভিবাসনের স্থানে একীভূতকরণ সহজ করা। স্থানীয় শ্রম বাজারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি বিশেষ করে নারী, অক্ষম ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহনের সুযোগ নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের স্বল্পমেয়াদী আর্ন্তজাতিক শ্রমবাজারে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

৪.১.২.৫. স্থানীয় একীভূতকরণ কার্যক্রমে ঐ এলাকার পূর্ব হতে বসবাসরত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে অংশিদার করে নেয়া। স্থানীয়দের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে, যেসব সুযোগ বাস্তুচ্যুতদের জন্য তৈরি হবে সেগুলোতে ঐ এলাকার দরিদ্র লোকদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.২.৬. বাস্তুচ্যুত মানুষ ও স্থানীয় জনগোষ্টির মধ্যে যেকোন বিবাদ স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মিটমাট করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪.১.২.৭. বাস্তুচ্যুতরা যাতে তাদের অভিবাসনের স্থানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করতে পারে তার সুযোগ তৈরি করা।

৪.১.২.৮. যেকোন দলিল ও কাগজাদি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে তা পূনরায় পাবার এবং এর মাধ্যমে বৈষম্যহীনভাবে সেবা প্রাপ্তিতে বাস্তুচ্যুতদের সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪.১.২.৯. দুর্যোগের কারনে পরিবারের কোন সদস্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তাদের পূর্নমিলনের/পূণঃএকত্রীকরণের ব্যবস্থা করা এবং নির্ভরশীল সদস্য যেমন: শিশু, শারীরিকভাবে অক্ষম ও বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মূল পরিবারের সাথে থাকার সুযোগ নিশ্চিত করা।

৪.১.৩. পরিকল্পিত পূর্ণবাসন (Resettlement): স্বএলাকায় প্রত্যাবর্তন বা স্থানীয়ভাবে একীভূতকরণ সম্ভব না হলে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের নিরাপদ কোন জায়গায় পরিকল্পিতভাবে পূর্ণবাসন করা। পরিকল্পিত পূর্ণবাসন শুধু তাদের জন্য যারা তাদের এলাকায় আর প্রত্যাবর্তন করতে পারছে না এমনকি অন্যকোন স্থানে আপন উদ্যোগে বসতি অথবা আয় সৃষ্টি করতে পারছে না এমন ব্যক্তিদের জন্য। পরিকল্পিত পূর্ণবাসনের জন্য চাই যথাযথ অর্থ, ভূমি ও আবাসন।

৪.১.৩.১. পূর্ণবাসন কার্যক্রমে দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠির অর্থপূর্ণ অংশগ্রহন ও অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করা। এমন অংশগ্রহন অবশ্যই হতে হবে অর্ন্তভুক্তিমূলক। আক্রান্ত জনগোষ্ঠির কোন অংশই ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান ও অক্ষমতার কারনে বৈষম্যর শিকার হবে না।

৪.১.৩.২. পূর্ণবাসন কার্যক্রম বাস্তুচ্যুতদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষনের চেষ্টা করবে, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো পুনরায় গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং সর্বোপরি পূর্নবাসনের স্থানে জীবিকা নির্বাহের কার্যকরি সুযোগ তৈরি করবে। এসকল পরিকল্পনাকে অংশগ্রহনমূলক করা, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি উন্নীতকরণ, হারানো সম্পদ এবং ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান, পূর্নবাসিত জনগোষ্ঠির বসতি ও জমি রক্ষনাবেক্ষন, ভাড়াটিয়ার অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করা। পরিবেশগতভাবে টেকসই এলাকাতেই পূর্নবাসন কার্য পরিচালনা করা।

৪.১.৩.৩. ভূমি মন্ত্রনালয়, গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের পরামর্শে ভবিষ্যত পূর্ণবাসনের জন্য উপযুক্ত জমি/ভূমি সনাক্ত করা।

৪.১.৩.৪. সরকারী ভূমি হোল্ডিংগুলো নিরীক্ষনের মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণবাসনের জন্য জমি নির্ধারন করে সেই জমি বাজার থেকে land set-aside programmes এর মাধ্যমে আলাদা করে সরিয়ে রাখা।

৪.১.৩.৫. সকল প্রকার খাস জমির নথি সংরক্ষনের জন্য খাস ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এই নথিভূক্তকরণের সময় ভূমির ধরন, অবস্থান, বন্টন মর্যাদা, বিবাদ নিস্পত্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি তথ্য নথিতে রাখা। খাস জমিগুলোকে পূর্ণবাসনের জন্য স্থিতিশীল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[23] অন্যের জমিতে থাকা এবং/অথবা তা হতে আয় ও অন্য সুবিধা সৃষ্টির সাময়িক ব্যবস্থা ।

৪.১.৩.৬. Community Land Trust সৃষ্টি ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা। Community land trust ভূমির উপর যৌথ নিয়ন্ত্রন সবসময়ের জন্য নিশ্চিত করে। এর উদ্দেশ্য হল বর্তমান অতীতের বাস্তুচ্যুত জনগনের ব্যবহার করা ভূমি, তাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে নতুনভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়া জনগন সেটি ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে পুরানো ব্যবহারকারীরা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

৪.১.৩.৭. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যেসকল পরিবার নদী ভাঙনের কারনে ভূমিহীন, আশ্রয়হীন অথবা বাস্তুচ্যুত হয়েছে সেসকল পরিবারগুলোকে স্বল্প মেয়াদে সরকারী আশ্রায়ণ/আদর্শ গ্রাম প্রকল্পে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০১ অনুযায়ী পূর্ণবাসন করা। পূর্ণবাসন সাইটগুলোতে সরকারী-বেসরকারী-এনজিওর অংশিদারিত্বে স্বল্প মূল্যে সামাজিক আবাসন স্কিম এর ব্যবস্থা করা। একটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে যে পূর্বে এই ধরনের কার্যক্রম টেকসই ফলাফল আনতে সফল হয়নি কারন বরাদ্দকৃত আবাসন এমন স্থানে ছিল যেখানে পর্যাপ্ত জায়গা, খাওয়ার পানি, এবং অন্যান্য অবকাঠামো ছিল না । শ্রম বাজার এবং জীবিকার সুযোগ এবং সেই সাথে মৌলিক সেবা যেমন: স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগের ঘাটতি ছিল। অধিকার ভিত্তিক পদ্ধতি পর্যাপ্ত জীবনমান পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে।

৪.১.৩.৮. পূর্ণবাসন সাইটগুলোতে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ রাখা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারী, শারীরিকভাবে অক্ষম, ক্ষুদ্র নৃ-তাত্তিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং হত দরিদ্র মানুষদের শ্রম বাজারে প্রবেশাধিকারের বিশেষ ব্যবস্থা করা। জীবিকার বৈচিত্র নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪.১.৩.৯. পূর্ণবাসন সাইটগুলোর উন্নয়নে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা। বাস্তুচ্যুত হয়েছে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিখাতকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.১.৩.১০. শহরতলীতে আবাসন সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ কমিউনিটি গড়ে তোলার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া। এ ব্যবস্থায় বহুতল বিশিষ্ট দালান নির্মান করে নিচের তালাগুলোতে বাজার, ফার্মেসী, ডাক্তারের চেম্বার, চুলকাটার দোকান, চাইল্ড কেয়ার সহ সকল সেবার স্থান নির্ধারন করা। যাতে করে শহরের ফুটপাতগুলো মুক্ত রাখা যায়। স্বল্প টাকায় এইসব দোকানগুলো ভাড়া দিয়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারের সদস্যদের আত্নকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। উপরের তালাগুলো স্বল্প ভাড়ায় চুক্তির ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুতদের থাকার ব্যবস্থা করা। এর মালিকানা সরকারের কাছে রাখা এবং নির্মান ও পরিচালনা কাজে যথাক্রমে ব্যক্তিখাত এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর ব্যবহার করা।

৪.১.৩.১১. পূর্ণবাসন কার্যক্রমগুলো যেন আর্ন্তজাতিক মানদন্ড বজায় রেখে করা হয় তা নিশ্চিত করা। জোরপূর্বক স্থানান্তর পরিহার করে স্থানচ্যুতদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প আবাসন ও ভূমি নিশ্চিত করা। স্থানান্তর/পূর্ণবাসন সঠিক ব্যবস্থাপনার অধীনে করে, আক্রান্ত জনগোষ্ঠির জন্য এটিকে একটি টেকসই অভিযোজন কৌশলে পরিনত করা।

৪.১.৩.১২. পূর্নবাসন স্থান নির্বাচন করার আগে ঝুঁকি নিরূপন করা যাতে করে সকল পরিকল্পনা এবং পরামর্শ ঝুঁকি নিরূপনের বিষয় বিবেচনায় রেখে পরিচালিত হয়।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও অর্থায়ন (Institutional Arrangements and Funding)

৫.১. ভূমিকাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বর্তমানে সরকারের সকল মন্ত্রনালয় ও সংস্থার অংশগ্রহনের মাধ্যমে মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে। এই কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করতে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সংগে সংযোগ স্থাপন করতে যে সকল পদক্ষেপগুলো নেবে সেগুলো হল:

৫.১.১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, আন্তঃ মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটির নিয়মিত বৈঠকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা।

৫.১.২. একটি যৌথ অংশীদার প্ল্যাটফরম তৈরি করা যেখানে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, গবেষক, স্বেচ্ছাসেবী, কারিগরী এবং নীতি নির্ধারকরা যৌথভাবে কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করতে পারে।

৫.১.৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সংশোধন করে বাস্তুচ্যুতির উপর একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স প্রতিষ্ঠা করা। জলবায়ু জনিত দুর্যোগের কারনে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ে এটি হবে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সর্বোচ্চ সংস্থা। এই কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, মন্ত্রনালয় এবং সরকারী অধিদপ্তরেগুলোর সাথে কৌশল বাস্তবায়নের জন্য যোগাযোগ রাখা এবং মন্ত্রনালয় ও সংস্থাগুলোর জন্য বিভিন্ন পরামর্শ সুপারিশ করা এর দায়িত্বের মধ্যে পড়বে। এই ব্যবস্থাটিকে অংশগ্রহনমূলক করার জন্য তৃণমূল পর্যায়কে সম্পৃক্ত করা।

৫.১.৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগে একটি কারিগরি পরামর্শ কমিটি (Technical Advisory Committee) প্রতিষ্ঠা করা।

৫.১.৫. আন্তঃমন্ত্রনালয় এবং আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে 'জাতীয় বাস্তুচ্যুতি টাস্ক ফোর্স' গঠন করা। এখানে সকল মন্ত্রনালয় যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, ভূমি মন্ত্রনালয়, রেল মন্ত্রনালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, কৃষি মন্ত্রনালয়, খাদ্য মন্ত্রনালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়, গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রনালয়, সড়ক ও সেতু মন্ত্রনালয়, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহর ও পর্যটন মন্ত্রনালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়, লোক প্রশাসন মন্ত্রনালয়, অর্থ মন্ত্রনালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এবং বিভিন্ন সরকারী ও এনজিও এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয় সকল মন্ত্রনালয়ের সাথে সমন্বয় সাধর করেবে। ঐ মন্ত্রনালয়ের সচিব টাস্ক ফোর্সের সভাপতি এবং অন্যান্য মন্ত্রনালয়ের সচিবগন এর সদস্য হিসেবে থাকবেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই টাস্ক ফোর্সের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫.১.৬. জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যক্রমে বাস্তুচ্যুতিকে আলোচ্য বিষয়গুলোর অর্ন্তভুক্ত করা। কমিটিদ্বয়কে তাদের এলাকাগুলোতে ঘটে যাওয়া বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান ও পরিসংখ্যান নথিভুক্ত করা এবং পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব দেয়া।

৫.১.৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর অন্যান্য মন্ত্রনালয়ের বাস্তুচ্যুতির কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা। উদাহরণস্বরুপ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের 'একটি বাড়ী একটি খামার', পল্লী জনপদ ও ভূমি মন্ত্রনালয়ের 'গুচ্ছ গ্রাম' প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়, 'আদর্শ গ্রাম' প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় ইত্যাদি।

৫.১.৮. জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন করে একটি বাস্তুচ্যুতি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা। যাতে কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। উপরোক্ত ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবস্থাপনা থেকে শিক্ষা এই ফান্ড গঠনে কাজে লাগানো যায়।

৫.১.৯. আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থা হতে যেমন: ক্ষয়ক্ষতি তহবিল, অভিযোজন তহবিল, সবুজ জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। এজন্য বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়ে একটি ফান্ড রেজিং কমিটি গঠন করা।

৫.১.১০. কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশে কর্মরত বিভিন্ন বহুপাক্ষিক এবং দ্বিপাক্ষিক দাতা সংস্থাদের একত্র করে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা। এছাড়া ইউএনডিআরআর, পিডিডি সহ সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করা।

৬. পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation)

৬.১. কৌশলপত্রটির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের ইভ্যালুয়েশন এবং মনিটরিং বিভাগের তত্বাবধানে একটি ওভার সাইট কমিটি প্রতিষ্ঠা করা। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন অংশীদারদের এই পর্যবেক্ষনে আমন্ত্রন জানানো।

৬.২. কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা। সেই কর্মপরিকল্পনাকে মাপাকাঠি ধরে মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষন করা।

৬.৩. সিভিল সোসাইটি/এনজিও প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা। এটি এই প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করবে।

৬.৪. একটি পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স প্রতিষ্ঠা করা। এই ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে বিভিন্ন মানদন্ড ও সূচক ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পরিমাপ করা।

৬.৫. একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরি করা। সেখানে সাফল্য অর্জন, কৌশল বাস্তবায়নে বাধা ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করা।

ANNEX 1

বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা

অভিযোজন (Adaptation) (অভিবাসনের সাথে সর্ম্পকিত)

মানব সমাজের ক্ষেত্রে (Human systems) অভিযোজন বলতে বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানোকে যাতে করে এর ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনা যায় এবং এর পাশাপাশি যদি কোন ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয় তার সদ্ব্যবহার করা যায়। অভিবাসন একধরনের অভিযোজন প্রক্রিয়া যা বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় সেখানে শেষ অবলম্বন/পন্থা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change):

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে বোঝায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মানুষের কর্মকান্ডের কারনে বৈশ্বিক জলবায়ুতে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটিকে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে বৈশ্বিক জলবায়ুর যে পরিবর্তনশীলতা সেটিকে ছাপিয়ে গিয়ে বৈশ্বিক বায়ুমন্ডের গঠনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (Disaster Risk Reduction):

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এই ধারনা কিংবা অনুশীলনকে বোঝায় যার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগের কারন ও উপাদানগুলো বিশ্লেষন এবং ব্যবস্থাপনা করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিষয়গুলোকে অর্ন্তভুক্ত করা হয় তা হল দুর্যোগের ক্ষেত্রে উন্মুখতা হ্রাস করা, জান মালের বিপদাপন্নতা কমানো, ভূমি ও পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে উন্নতধরনের প্রস্তুতি গ্রহন ।

বাস্তুচ্যুতি (Displacement):

কোন ব্যক্তিকে তার আবাসভূমি কিংবা তা দেশ থেকে জোরপূর্বক স্থানান্তর করা, প্রায়শঃ এ ধরনের স্থানান্তর হয় সশস্ত্র সংঘাত কিংবা দূর্যোগের প্রেক্ষিতে।

পরিবেশগত অভিবাসী (Environmnetnal Migrants):

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের সমষ্টি যখন হঠাৎ কিংবা অন্যকোন পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবন ও জীবিকার উপ নীতিবাচক প্রভাব পড়ার কারনে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় কিংবা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যায় তাদের পরিবেশগত অভিবাসী বলে। এ যাওয়া ক্ষনস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তদুপরি তারা দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরেও যেতে পারে।

বাস্তুচ্যুতি/বাস্তুচ্যুতি কালীন সময় (Displacement/during displacement):

বাস্তুচ্যুতি বা বাস্তুচ্যুতি কালীন সময় বলতে ঐ ধাপকে বলা হয় যখন কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঠিক পরপরই ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ যখন তাদের মূল আবাসস্থল ছেড়ে আশ্রয় কিংবা জীবিকার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যায়। এই ধাপে মূল বাস্তুচ্যুতি ঘটে।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (Internally Displaced Persons):

যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি কোন সশস্ত্র সংগ্রাম দাঙ্গা মানবাধিকার লংঘন কিংবা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দূর্যোগর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের বাইরে না গিয়ে নিজ দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বলে হয়।

দুর্যোগ ও জলবায়ু জনিত কারনে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত (Disaster and Climate Induced Internally Displaced Persons):

যখন কোন ব্যাক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি কিংবা কোন জনগোষ্ঠি কোন দূর্যোগ কিংবা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে (যা আকস্মিক কিংবা ধীরগতির হতে পারে) দীর্ঘ স্থায়ী বা ক্ষনস্থায়ীভাবে তাদের নিজেদের বসতবাড়ী ছেড়ে তাদের নিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যত্র চলে যায় তাদেরকে দূর্যোগ ও জলবায়ু জনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সরিয়ে নেওয়া (Evacuation):

সরিয়ে নেওয়া বলতে বোঝায় খুব তাড়াতাড়ি করে জনসাধারনকে কোন দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করা। এ ধরনের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে তবে তা করা হয় জরুরি জান মাল রক্ষা করার জন্য উদ্দেশ্যে।

অভিবাসন (Migration):

দেশের বাইরে কিংবা দেশের ভিতরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়াকে অভিবাসন বলে। এটি মূলত মানুষের গমনাগমনকে বোঝায় যার স্থায়িত্ব, গঠন কিংবা কারন নানাবিধ হতে পারে। এ ধরনের গমনাগমনের মধ্যে শরনার্থীদের অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতদের অভিবাসন, অর্থনৈতিক অভিবাসীদের অভিবাসন এবং অন্যান্য কারনে (যেমন: পরিবারের পূর্ণমিলন) যে অভিবাসন হয়ে থাকে এসব ধরনের অভিবাসনকে অর্ন্তভুক্ত করে।

জোরপূর্বক অভিবাসন (Forced migration):

যে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য বল প্রয়োগ/জোরের বিষয় বিদ্যামান থাকে তাকে জোরপূর্বক অভিবাসন বলে।
একক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট কোন কারনে মানুষেরয জীবন বা জীবিকার প্রতি কোন হুমকি থাকলে তা বল প্রয়োগ/জোরের বিষয় বলে অর্ন্তভুক্ত হয় যেমন: শরনার্থী অভিবাসন, প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত দূর্যোগরে কারনে সৃষ্ট অভিবাসন ইত্যাদি এ ধরনের জোরপূর্বক অভিবাসনর উদাহরন।

সুরক্ষা/প্রতিরোধ (Protection):

IASC এর মতে, সুরক্ষা/প্রতিরোধ বলতে বোঝায় ঐসকল কার্যক্রমকে যার লক্ষ্য হল প্রাসঙ্গিক আর্ন্তজাতিক আইনের মূলনীতি অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকারকে সুমুন্নত রাখা।

অভিঘাত সহশীলতা (Resilience):

অভিঘাত সহনশীলতা বলতে কোন সিস্টেমের সেই ক্ষমতাকে বোঝায় যার ফলে কোন একটি দূর্যোগের প্রভাব ঠিক সময়ে দক্ষতার সাথে নিরূপন করে এবং তা মোকাবেলা করে তার থেকে বের হয়ে আসাকে। এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিস্টেমের মৌলিক কাঠামোগত বিষয়গুলোর এবং এর কার্যক্রম ঠিক থাকার পাশাপাশি সিস্টেমটির অভিযোজন ও পরিবর্তনশীলতার ক্ষেত্রে সক্ষম হবে।

আটকে পড়া জনগোষ্ঠি (Trapped Populations):

যে জনগোষ্ঠি কোন একটি স্থানে হুমকি থাকা সত্বেও সেখানে থেকে অভিবাসন না করে সেখানে অবস্থান করে কিংবা তাদের সেখানে আটকে পড়ার ঝুঁকি থাকে তাদের আটকে পড়া জনগোষ্ঠি বলে। এ পরিস্থিতিতে তাদের আরোও অধিকতর পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে পড়ার আশংখা থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের জীবিকার মূল উৎস পরিবেশগত কারনে ক্ষতি গ্রস্থ হওয়া সত্বেও তারা সম্পদের অভাবে অভিবাসন করতে পারে না।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability):

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা কিংবা প্রবণতাকে। বিপদাপন্নতার মধ্যে যে বিষয়গুলোকে অর্ন্তভুক্ত করা হয় তা হল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছু বা কেউ কতখানি সংবেদনশীল বা প্রবন এর পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে তাদের অভিযোজনের সক্ষমতাকেও বিবেচনায় নেয়া হয়।

ANNEX 2

METHODOLOGY

CONSULTATIONS/WORKSHOP

A number of consultations/workshops were held with displaced community, NGOs, Professionals/National Experts at the CDMP office in April and May 2015 in Dhaka. In addition, a validation workshop on the draft Strategy was organized in August, 2015 after it had been reviewed by a number of national experts.

In updating the document two internal workshops were held with members of IBP- 2 & 4 partners organizations (ICCCAD, BCAS, C3ER, WARBE, BOMSA, IID, YPSA, COAST Trust, CSRL and PROKAS in 2018 and 2019). Two consultations were held with National Resilience Programme (NRP) in 2019. On 1st October 2019, a national consultation was organsied to share the revised draft and take input from different government ministries, departments and agencies as well as civil society and development partners. The document was shared with the participants prior to the event.

KEY INFORMANT INTERVIEW:

KII with Prof. Shamsul Alam, Member, GED, Planning Commission, Mr. Md. Shah Kamal, Secretary, MoDMR and Mr. Mohammad Shafiul Alam, Secretary, Ministry of Land and Mr. Md. Reaz Ahmed, DG, DDM were interviewed in June and July 2015.

FGDS IN CLIMATE HOTSPOTS AND LOCAL AND NATIONAL CONSULTATIONS:

In order to generate ideas from local knowledge the NSMDCIID document used findings of two researches. The studies are, RMMRU and SCMR research on climate change related migration and DECCMA research. It gained knowledge from 24 FGDs, 1500 life histories of temporarily or permanently displaced people. DECCMA research covered 50 climate hotspots identified on the basis of hazard parameters. These hotspots are low lying areas at less than 5 meter contour line from the sea. The areas are mostly composed of south west and south east coastal regions. RMMRU-SCMR research covered drought affected areas.

REVISION TEAM:

From May to September 2019, a four member team has revised and updated the initial draft. They have also incorporated all the comments provided by different stakeholders. The team included Dr. Tasneem Siddiqui, Professor Department of Political Science and Founding Chair, RMMRU; Dr. Mohammad Towheedul Islam, Research Fellow, RMMRU; Dr. Matthew Clement Scott, Senior Researcher, RWI and Tamim Billah, Research Associate, RMMRU has provided the research support.

REVIEW OF KEY LITERATURE/PRINCIPLES/POLICIES/STRATEGIES:

International level: UN Guiding Principles on Internal Displacement; IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters (2011); Initiative Protection Agenda, The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030: The Nansen Initiative Protection Agenda, and The Peninsula Principles, The Cancun Adaptation Framework 2010

Regional level: African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (also known as the Kampala Convention) *National level*: Afghan National Policy on Internally Displaced Persons, 2013; Nepal's National Policy on Internally Displaced Persons, 2007

Policies/Plans of Bangladesh: The National Adaptation Programmes of Action (NAPA, 2005); The Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) (2009); The National Urban Sector Policy (2014) Draft; The National Land Use Policy (2001); The Standing Orders on Disaster (2010), The National Rural Development Policy (2001); The National Plan for Disaster Management (2016-2020); The Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan; The Final Report on Climate Change and Disaster Management for Sectoral inputs towards the formulation of Seventh Five Year Plan (2016–2021), The Delta Plan 2100.

Other Key Literature: The Trend and Impact Analysis of Internal Displacement due to the Impacts of Disaster and Climate Change by CDMP (2014) GoB; Climate Change and Displacement by Brookings Institution; Climate Displacement in Bangladesh: The Need for Urgent Housing, Land and Property (HLP) Rights Solutions, 2012 by Displacement Solutions; Protection of Climate Induced Displacement: Towards a Rights-based Normative Framework by Dr. Naser (2013); Disaster Risk Reduction, Climate Change Adaptation and Environmental Migration: A Policy Perspective by IOM (2010), Migratory flows in Bangladesh in age of climate change: sensitivity, pattern and challenges by M. Towheedul Islam and Tasneem Siddiqui, Journal Panorama insights into Asian and European Affairs 01/2016; Accommodating Migration in Climate Change Adaptation: A Ganga-Brahmaputra-Meghna GBM Delta Bangladesh by RMMRU (2019), Deltas in the Anthropocene ed by R J Nicholls, W. Neil Adger, et al 2019. Where people live and Move in Deltas, Ricardo Safra de Campos, Samuel Nii Ardey CodjoeW. Neil Adger, Siddiqui et al https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23517-8_7

Ministry of Disaster Management and Relief
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat, Building no: 4
Topkhana Road, Dhaka 1205
Phone: +880 2 9540542
Fax: +880 2 9545405
E-mail: info@modmr.gov.bd

The photos were taken during the RMMRU field research 2017 for DECCMA

RMMRU BCAS BRAC UNIVERSITY ICCCAD International Centre for Climate Change and Development PROKAS Promoting Knowledge for Accountable Systems BRITISH COUNCIL UKaid